NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে ক্যাপ্টেন শাকিব

আজ মরশুমের প্রথম ডার্বি ৮

কলকাতা ১২ অগস্ট ২০২৩ ২৬ শ্রাবণ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 12.08.2023, Vol.17, Issue No.63, 8 Pages, Price 3.00

মণিপুরে চলছে হত্যা আর সংসদে চলছে মশকরা

মোদিকে তীব্র আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৃহস্পতিবারের লোকসভার জবাবি বক্তৃতার প্রত্যুত্তর দিলেন রাহুল গান্ধি। মোদির 'হাসি আর মশকরা'র জবাবে শুক্রবার কংগ্রেস সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে বললেন, 'উনি সারা ভারতের প্রতিনিধি। আমারও প্রতিনিধি। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদের গুরুত্ব কী, সেটাই উনি বোঝেন না।'

লোকসভায় অনাস্থা বিতর্কের শেষে বৃহস্পতিবার মোদির দু'ঘণ্টা ২০ মিনিটের জবাবি বক্তৃতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শুক্রবার রাহুল বলেন, 'মণিপুরে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, মহিলারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, আর উনি (মোদি) হেসে হেসে কথা বলেছেন, মশকরা করেছেন। আলোচনার বিষয় কিন্তু কংগ্রেস ছিল না। আমি ছিলাম না। আলোচনার বিষয় ছিল মণিপুরের বর্তমান সঙ্কট এবং তার সমাধানের উপায়।'

রাহুল বুধবার অনাস্থা বিতর্কে বলেছিলেন, 'মণিপুরে ভারতমাতার হত্যা করেছে বিজেপি।' যা নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলেছে শাসক শিবির। রাহুল তাঁর ওই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ আমি বলেছি। কারণ বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির জেরে মণিপুর আর অখণ্ড একটি রাজ্য নেই। দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে।' রাহুলের দাবি, তাঁর ১৯ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় কখনও মণিপুরের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি।

এ প্রসঙ্গে তাঁর জুন মাসের মণিপুর সফরের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন রাহুল। তিনি বলেন, 'আমি যখন মেইতেইদের এলাকায় গিয়েছিলাম, তখন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমি স্বাগত কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীদের দলে কোনও কুকি থাকলে তাঁকে গুলি করে খুন করা হবে। ঠিক উল্টো কথা জানানো হয়েছিল, কুকিদের তরফে। যখন তাঁদের এলাকায় গিয়েছিলাম।' রাহুল জানান, সেই ফরমান মেনে চলতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর কথায়, 'মণিপুর যে আর অখণ্ড নেই, এটাই তার উদাহরণ। ভারতীয়ত্বের ভাবনাকে মণিপুরে খুন করেছে বিজেপি।'

এর পরেই মোদিকে নিশানা করে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্য, 'মণিপুরের এই সঙ্কটের মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছিল দেশের আওয়াজ হয়ে ওঠা। কিন্তু সে পথে না হেঁটে তিনি সাধারণ রাজনীতিকদের মতো ক্ষুদ্র রাজনীতি করছেন। নির্লজ্জের মতো অধিবেশনে বসে থেকেছেন, হেসেছেন, টিপ্পনী কেটেছেন। আর তাঁর দলের অন্য সাংসদেরা তাতে ধুয়ো তুলেছেন।'

গত ৩ মে থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই বিজেপি শাসিত রাজ্যে ধারাবাহিক হিংসায় দেড়শোর বেশি প্রাণহানি আর হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হওয়ার পরেও যে প্রধানমন্ত্রী সেখানে যাননি, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে রাহুল বলেন, 'ওঁর না যাওয়ার কারণটা আমি জানি। কিন্তু প্রকাশ্যে বলতে চাই না।' ভারতীয় সেনাকে দায়িত্ব দিলে দু'দিনে মণিপুরে অশান্তি বন্ধ হয়ে যাবে বলে দাবি করে তাঁর মন্তব্য, 'কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে পথে হাঁটেনি।'

রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড রাঘব চাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: বৃহস্পতিবার সংসদের বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে। শুক্রবার কোপ পড়ল রাঘব চাড্ডার ওপর। সই জালিয়াতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হল রাজ্যসভার আপ সাংসদকে। অর্থাৎ, চলতি বাদল অধিবেশনে এ নিয়ে দু'জন আপের রাজ্যসভার সাংসদকে সাসপেন্ড করা হল। বৃহস্পতিবার অসংসদীয় আচরণের জন্য লোকসভার কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর সাসপেন্ড নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী জোর তরজা। সেই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতে সাসপেন্ড করা হল আপ সাংসদকে।

প্রসঙ্গত, দিল্লির অধ্যাদেশ বিল নিয়ে কয়েকদিন আগে বিতর্ক তৈরি হয়। আপ সাংসদ চাড্ডার বিরুদ্ধে সই জালিয়াতির অভিযোগ আনেন রাজ্যসভার পাঁচ সাংসদ। বিলটি সংসদের সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য চাড্ডা পাঁচ সাংসদের সই নকল করেন বলে অভিযোগ করা হয়। এরপরই এই ঘটনায় চাড্ডার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের কাছে আবেদন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর শুক্রবার চাড্ডার বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ আনেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়। এরপরই বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। রিপোর্ট পেশ না হওয়ায় পর্যন্ত রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল চাড্ডাকে এমনটাই জানান তিনি। যদিও তার বিরুদ্ধে সই জালের যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা অস্বীকার করেন রাঘব চাড্ডা।

স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার যাদবপুরের এক প্রাক্তনী

র‍্যাগিং বিরোধী কমিটি গঠন করছেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সৌরভ চৌধুরী নামে ওই প্রাক্তন ছাত্রের কথা এফআইআরে জানিয়েছিলেন যাদবপুরের মৃত ছাত্রের বাবা। তিনিই বলেছিলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সৌরভের নেতৃত্বে আমার বড় ছেলের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। ওঁরাই আমার ছেলেকে নীচে ফেলে মেরে দিয়েছে।' এই অভিযোগের পরই শুক্রবার সন্ধ্যায় আটক করা হয় সৌরভকে। এই প্রথম ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় কাউকে আটক করল পুলিশ।

এদিকে এই ঘটনায় র‍্যাগিং বিরোধী কমিটি গঠনে উদ্যোগী হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে একটি বৈঠকে রাজ্যপাল জানান, শুধু যাদবপুর নয়, রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি 'র‍্যাগিং-বিরোধী কমিটি' তৈরি করা হবে। ওই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য তথা কর্নাটক হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। ওই কমিটি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিং সম্পর্কিত অভিযোগ শুনবে। র‍্যাগিং আটকাতে ওই কমিটি নীতি নির্ধারণ করবে।

উল্লেখ্য, স্বপ্নদীপের বাবা বলেছিলেন, তাঁর ছেলে প্রথমে হস্টেলে থাকার সুযোগই পায়নি। এই সৌরভ ছিলেন মেস কমিটির অন্যতম। সেই হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। শুক্রবার এই সৌরভকেই আটক করেছে পুলিশ। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) জানিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই প্রাক্তন ছাত্রকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

স্বপ্নদীপের বাবা পুলিশকে জানিয়েছেন, গত ৩ অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে একটি চায়ের দোকানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সৌরভের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সৌরভ। ২০২২ সালে এমএসসি পাশ করেছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এই সৌরভের বাড়ি চন্দ্রকোনায়। স্বপ্নদীপের বাবাকে এই সৌরভই জানিয়েছিলেন, হস্টেলে গেস্ট হয়ে থাকা যায়। বস্তুত তাঁর কথাতেই বিশ্বাস করে ছেলে স্বপ্নদীপের জন্য এক পড়ুয়ার ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন স্বপ্নদীপের বাবা। যাদবপুরের মেন হস্টেলে মনোতোষ নামে এক ছাত্রের ১০৪ নম্বর রুমে সৌরভই রাখার ব্যবস্থা করে স্বপ্নদীপকে। ওই ঘরে স্বপ্নদীপের রুমমেট ছিলেন কল্লোল ঘোষ নামে দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌরভকে আটক করে জেরা করার পাশাপাশি পুলিশ আরও অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়, হস্টেল সুপার তপন কুমার জানা, বাংলা বিভাগের প্রধান জয়দীপ ঘোষ এবং ডিন অফ সায়েন্স তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যলয়ের অস্থায়ী উপাচার্যকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। শুক্রবারই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত জানিয়েছিলেন, বুধবার রাত ১০টা ৫ মিনিটে এক পড়ুয়ার কাছ থেকে ফোনে তিনি শুনেছিলেন, এক ছাত্রের 'পলিটিসাইজেশন' হয়েছে। 'পলিটিসাইজেশন' শব্দের মর্মার্থ স্পষ্ট হয়নি তখন রজতের। পড়ুয়ার কাছে শব্দের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে ওই পড়ুয়া জানান যে, এক ছাত্রকে ক্যাম্পাসে বলা হয়েছে হস্টেলে না থাকতে। কারণ, সেখান থেকে নাকি দোতলা, তিন তলা থেকে ঝাঁপ দিতে হয়। রজতের সেই কথা প্রকাশ্যে আসার পর স্বপ্নদীপের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা আরও ঘনায়। এর পরেই সন্ধ্যায় আটক করা হয় ওই ছাত্রকে।

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনটাই জানিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, 'যাদবপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে র‍্যাগিংয়ের যে অভিযোগ সামনে এসেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।' সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন, 'ওই জায়গায় কয়েকজন কি আচরণ করেছেন? কে কে ছিল? নতুন ছেলেদের কেন আতঙ্কে থাকতে হবে ওই সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানে! অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।' এখানে বলে রাখা শ্রেয় বৃহস্পতিবারই স্বপ্নদীপের বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। আশ্বাসও দেন পূর্ণাঙ্গ তদন্তের।

সিবিআই তদন্ত চেয়ে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরের ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় এবার রং লাগতে চলেছে রাজনীতির। বিজেপির তরফে স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনা পৌঁছে গিয়েছে দিল্লিতেও। কারণ, প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপের মৃত্যু অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মৃত্যুর পিছনের কারণ কি সত্যিই র‍্যাগিং না অন্য কোনও ঘটনা তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও। প্রাথমিক ভাবে এই ঘটনার পিছনে র‍্যাগিং রয়েছে বলেই আঁচ করছেন অধিকাংশই। এবার সেই র‍্যাগিং-এর অভিযোগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবগত করল বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড। সঙ্গে এ অভিযোগও আনা হল যে, র‍্যাগিং-এর গাইডলাইন না মানা হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন না বিএড প্রশিক্ষিতরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ করে শীর্ষ আদালতের রায়, শুধুমাত্র ডিএলএড বা ডিএড প্রশিক্ষিতরাই অংশ নিতে পারবেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায়। বিএড প্রশিক্ষিতরা এই সুযোগ পাবেন না। তাঁরা উচ্চ প্রাথমিকের চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই নিয়ম সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য বলেও এদিন জানায় শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনে বসা চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই সমস্যায় পড়বেন বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

এর আগে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এক নির্দেশে বলেছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির জন্য বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারবেন। এদিকে আবার প্রাথমিকে বিএড প্রশিক্ষিতরা নন, ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা শুধু সুযোগ পাবে বলে রায় দিয়েছিল রাজস্থান হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ন্যাশানাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন বা এনসিটিই। এই সব মামলা নিয়ে সারা দেশেই বিস্তর জলঘোলা হয়। অবশেষে এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ এবং বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু ডিএলএড প্রশিক্ষিতরাই আবেদন করতে পারবেন। বিএড করা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না। এদিকে ২০১৪ সালে টেট পাশ করা যে সব প্রার্থী শহরের রাস্তায় বসে আন্দোলন করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিএড প্রশিক্ষিত। এই রায়ে তাঁরা কার্যত নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকেই বাদ পড়তে চলেছেন বলে দাবি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। স্বাভাবিকভাবেই শীর্ষ আদালতের এই রায়ে তাঁরা হতাশ হন। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, প্রাথমিক স্তরে ডিএলএড প্রশিক্ষিতরাই ছাত্রছাত্রীদের ভালো পড়াতে পারবেন। অন্যদিকে, বিএড পাশ করা প্রার্থীরা উচ্চ প্রাথমিকে আবেদন করতে পারেন বলেই জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রয়াত পদ্ম সম্মানে ভূষিত পরমাণু পদার্থবিদ বিকাশ সিংহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গের নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে খসে পড়ল এক নক্ষত্র। প্রয়াত হলেন পরমাণু পদার্থবিদ বিকাশ সিংহ। শুক্রবার সকালে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ২০০১ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানের ভূষিত হন তিনি। ২০১০ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মান পান।

২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। ২০০৯ সালে আরও একবার এই পদের জন্য মনোনীত হন এই বাঙালি। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে লেখেন, বাঙালি গবেষক বিকাশ সিংহের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিকাশ সিংহের প্রয়াণের খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর টুইটারে লেখেন, ২০২২ সালে রাজ্য সরকার বঙ্গবিভূষণে সম্মানিত করেন বিকাশ সিংহকে। সেদিন তাঁর উপস্থিতি সমৃদ্ধ করেছিল সকলকে। ২০২২ সালেই রাজ্য সরকারের তরফে 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার'-এও সম্মানিত করা হয় এই বাঙালি বিজ্ঞানীকে।

মুর্শিদাবাদের কান্দির রাজ পরিবারে জন্ম তাঁর। প্রেসিডেন্সি থেকে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করার পর কেমব্রিজ থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে যোগ দেন বিকাশ সিংহ। 'সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'-এর অধিকর্তা ছিলেন তিনি। 'ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার' বা ভিইসিসি-এর 'হোমি ভাবা অধ্যাপক' পদেও ছিলেন তিনি।

পোস্টিং মামলায় তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই

আদালতের নির্দেশে যুক্ত করা হল ইডি-কেও

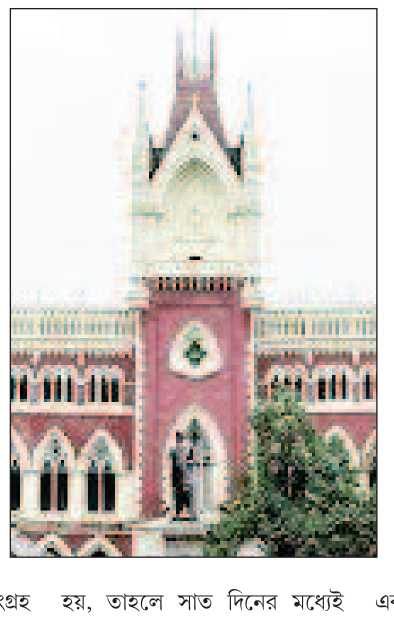

নিজস্ব প্রতিবেদন: পোস্টিং দুর্নীতির মামলায় তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই। মামলায় যুক্ত করা হল ইডিকে। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে পোস্টিং দুর্নীতি মামলার শুনানিতে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তাঁর নির্দেশ তদন্তকারী সংস্থা প্রয়োজন মনে করলে ৩৫০ জন শিক্ষককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

এদিনের শুনানিতে এই মামলায় ইডি-কে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশ অনুযায়ী, তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে। অভিযুক্ত শিক্ষকরা চাইলে মামলার নথি সংগ্রহ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরাজি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। সেখানে মামলা ও মামলাকারীর নম্বর থাকবে। পাশাপাশি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এও জানান, যদি এই প্রক্রিয়া করতে হয়, তাহলে সাত দিনের মধ্যেই করতে হবে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২৮ অগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, গত ২০২৩-এর ২৫ জুলাই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ২০২০ সালের প্রাথমিক নিয়োগে পোস্টিং দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই রাতেই প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দেশ দেন। তিনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, জেলের সুপার কোনওভাবেই মানিক ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদে বাধা দিতে পারবেন না। মানিক ভট্টাচার্য যাতে সুপ্রিম কোর্টের থেকে এই নির্দেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ না নিতে পারেন, তাই ওই রাতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে এ খবর আছে যে বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ-সহ একাধিক জেলার ৪০০ জনের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা করে বদলি করানোর জন্য নেওয়া হয়েছিল। এই ইস্যুতে পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মানিক। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে শীর্ষ আদালত। তবে সিবিআই তদন্তের ওপর নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 10/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ, কোর্টে 7791 নং এফিডেভিট বলে আমি Amala Abhijit Biswas (old name) W/o. Abhijit Biswas at 19C/Tower 5-A, Active Acres 54/10, D.C. Dey Road Ruchi Realty Olive Tangra, Tangra, Kolkata-700015, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Amala Biswas (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Amala Abhijit Biswas & Amala Biswas W/o. Abhijit Biswas ভউয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 11/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4246 নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Sinha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Sanchari Sinha ও Aishwarya Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 11/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4261 নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Kr. Shaw (old name) S/o. Dhrubananda Shaw at Akhan Bazar Doctor Lane, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Manoj Kumar Shaw (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Manoj Kr. Shaw & Manoj Kumar Shaw S/o. Dhrubananda Shaw উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Saranya Shaw.

নাম-পদবী

গত 10/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12296 নং এফিডেভিট বলে Debajit Mohan Kar S/o. Rathindra Mohan Kar ও Debajit Kar S/o. Lt. R. M. Kar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই আগস্ট । শনিবার। ২৬ শে শ্রাবণ। কমলাএকাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী রবির মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গলর মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। বুদ্ধির দ্বারা গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত নাশ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি করতে না পারার জন্য সাময়িক দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও, তার প্রভাব বেশি থাকবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা পড়াশোনা করছেন তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে মত প্রকাশ করলে শুভ বৃদ্ধি হবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন লগ্নি করতে পারেন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে ভুল বুঝেছিল, আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সামাজিক সংগঠনে কাজ করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। গৃহবধূদের জন্য নিশ্চয়ই কোন সুখবর আসবে। দুর্গা মায়ের নামকরা শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারে সামান্য অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, বান্ধব দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি এবং তৃতীয় ব্যক্তি, যার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার কথার সঠিক ব্যাখ্যা না হওয়ার কারণে অশান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য অর্থ লাভ। বিশেষত যারা দোকান ব্যবসা করেন তাদের। গৃহশিক্ষক বিষয়ের চিন্তা থাকলেও কোন অশুভ যোগ নেই দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে সকাল বেলায় বাজার করা, দোকান করা, বিষয় নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধবে। তর্কের জন্য মনঃকষ্ট। স্বামী স্ত্রী দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনাময় কাল। যারা অধ্যাপনা করেন, যারা শিক্ষকতা করেন, তাদের ধৈর্য সহ উচিত অন্যের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া। নিশ্চয়ই শুভ ফলপ্রাপ্ত করবেন বাণিজ্যের সম্ভাবনা কম। মহাকালীর মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকলেও অশুভ যোগ নেই। বাণিজ্য বৃদ্ধি। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যারা পুলিশ প্রশাসনে বেতন ভোগী কর্মচারী তাদের সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন নতুন কর্মের অন্বেষণ যারা করছেন তাদের আজকের গ্রহ যোগ নিশ্চয়ই কিছু নতুন সুযোগ প্রদান করবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে নারকেল দ্বারা দেবদেবীর ভোগ দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। আজ আপনার জীবনের কোন বড় স্বপ্নের পথে হাঁটতে শুরু করবেন। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। বিবাহের বিষয়ে যে শুভ কথা আটকে ছিল আজ তা সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। পারিবারিক দাম্পত্য সুখ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান এবং কোন নিয়ন্ত্রনের সম্ভাবনা। বাড়ি গৃহ মন্দিরে হনুমানজির উদ্দেশ্যে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ সংস্থান আজকে যা বলছে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষত যারা দোকান বা খুচরো পাইকারি ব্যবসা করেন তাদের। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। বিদ্যা যোগের শুভ যারা এনজিওতে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ। সরকারি বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। যারা কোন বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দেন, পরামর্শদাতাদের জন্য শুভ দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রতিবেশীর কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সম্মানহানি যোগ। গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকছে। ভ্রমণে না যাওয়া শুভ। জল ভ্রমনে না যাওয়া আরো শুভ। শত্রু-চক্রান্ত ভেদ করার জন্য প্রবীণ মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। ধৈর্য ধরলে এই সময়টি নিশ্চয়ই বদলে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, দেবী মা দুর্গার উদ্দেশ্যে পুজো দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : এক ব্যবসায়িক বড় পরিবর্তন আপনার জীবনে আজ দেখা দেবে। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। খুবই উৎসাহ জ্ঞান বুদ্ধি যোগ। বন্ধু এবং বান্ধবীদের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজটি হয়ে পড়বে। বিদ্যা শুভ। উচ্চ বিদ্যা শুভ । শুভ বিবাহের যোগ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল ভোগ প্রদান করুন, দেব দেবীদের উদ্দেশ্যে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুজন সদস্য, আপনাকে আজ সম্মান দেবে আপনার কর্মের কারণে। বেতনভোগী কর্মচারী যারা- তাদের নতুন কোন কাজ করার জন্য খুবই শুভ অবস্থান আজ। যারা কর্মের আবেদন করছেন, কর্মপ্রার্থী তাদের কাছে নতুন সুযোগ আসছে বিদ্যা যোগ শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিবাহের কথা যা কিছুদিন আটকে ছিল তা আবার শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আরতি করুন পুষ্পাঞ্জলি দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : ধৈর্য্য নিয়ে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিলে, শুভযোগ। গুপ্ত শত্রু রয়েছে তাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ দুপুর তিনটের পর এক শুভ যোগ তৈরি হবে। মনের মানুষের ফোনে আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। বাড়ি গৃহ পরিবেশে শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের সদস্যরা মনে হবে একে অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল জবা পুষ্প সহ মহাকালীর আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে চলা ভালো, আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে ফোন কলে এমন একটি সংবাদ আসবে যেটা আপনার কাম্য নয়। পরিবারের অশান্তির বাতাবরণ। ছোট কোন ঘটনাকে নিয়ে বিবাদ বড় আকার ধারণ করবে। সতর্ক থাকা ভালো। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা কিছু সমালোচনা হবে, যা ধৈর্য ধরে শুনলে আগামীকাল শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব দেবীর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সময় আরতী করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে।

(আজ কমলা একাদশী)

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে, আমি ইনজামান সরকার পিতা আলতাফ সরকার, সাকিন সাতঘড়ি, পো- জেজুর, থানা-হরিপাল, জেলা- হুগলি, **স্বত্ব দলিল উল্লেখ্য নং ২৩৪৫-১৯৯২ সালের** রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল, হুগলি হারিয়ে ফেলেছি। সুতরাং আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হরিপাল থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **জি ডি নং ১৮৭৫ তারিখ ২৮.০৭.২০২৩** দাখিল করেছি। যদি কোনও ব্যক্তি/আর্থিক সংস্থা/ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কোনও আপত্তি/দাবি/অধিকার স্বত্ব এবং স্বার্থ উক্ত দলিল বিষয়ে থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাসের ১০ দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন,অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যোগাযোগ না করলে উক্ত মূল দলিল বিনষ্ট বলে ঘোষণা করা হবে।

ইনজামান সরকার
গ্রাম - সাতঘড়ি, পো - জেজুর, থানা- হরিপাল, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪০৫

নোটিশ

আমার মক্কেল ডাঃ দেবরঞ্জন মণ্ডল, পিতা মৃত মনোরঞ্জন মণ্ডল দুই খানি ওরিজিনাল দলিল নং ৩৯০৪/১৯৮২ এবং ০৮৯৬২/২০১২, নলপুর বাজার হইতে হারাইয়া ফেলেন যাহা মানিকপুর সাঁকরাইল থানায় ডায়েরি করা হয়েছে নং ১৬২ তারিখ ০৬.০৮.২০২৩।

কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপরোক্ত জমির উপর কোনরূপ দাবী দাওয়া থাকে তাহা হইলে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র লইয়া নিম্ন নম্বরে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কাহারো কোন দাবী/আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাক্ষর
শৌভিক মাজী
এ্যাডভোকেট
হাইকোর্ট, কোলকাতা
এনরোলমেন্ট নং-ডব্লু বি/১৩৯৩/২০০৯
মোবাইল নং ঃ ৯০৩৮২৭০৮৯৮

বিজ্ঞপ্তি

Before the Ld. District Consumer Disputes Redressal Commission, Nadia, at Krishnagar.
Consumer Complaint No CC- 51 /2021
Complainant- Bulu Biswas
-Vs-
Opposite Parties- 1. Sri. Jibon Das, C/O- Manager, SBI, Bhaluka Branch,
Operator of SBI Kiosk Banking, Mukundapur, Nadia. Link Branch- SBI, Bhaluka. (IFSC Code: SBIN0012366 & MICR Code: 741002106), Vill & P.O: Kalnaghat, P.S: Santipur, Dist: Nadia, Pin-713409.

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ১ নং প্রতিপক্ষকে জানানো যাচ্ছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী আপনার বিরুদ্ধে নদীয়া জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা আনায়ন করেছে।

উক্ত বিষয়ে আগামী ধার্য্য ইং- ২৪-০৮-২০২৩ তারিখে আপনি স্বয়ং বা আপনার নিয়োজিত উকিল বাবু মারফত আদালতে উপস্থিত হয়ে আপনার স্বপক্ষে বক্তব্য কাগজপত্র সহ দাখিল করবেন। অন্যথায় আদালত আইন আমলে আসবে।

শ্রী দমন প্রসাদ বিশ্বাস
প্রেসিডেন্ট
ক্রেতা সুরক্ষা আদালত
নদীয়া জেলা, ২৫-৭-২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
টাইটেল স্যুট নং- ২৭৮/২০১৯
বাদী-শ্রীমতী গোপালী দে দীং
-বনাম-
অপরপক্ষ-সোমা মুখার্জী

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার অধীন, খামারপাড়া, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া নিবাসীনি শ্রীমতী গোপালী দে-র স্বামী- গোপাল দে, গত ইংরাজী ১১/০২/২০১১ তারিখ হইতে নিখোঁজ হইয়া গেছেন, এবং অদ্যাবধি গোপাল দে এর কোন খোঁজ খবর এবং সন্ধান না পাইবার ফলে গত ইংরাজী ২০১৯ সালে চুঁচুড়াস্থিত সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালতে তাহার নিখোঁজ স্বামী গোপাল দে এর "সিভিল ডেথ" ঘোষনা করিবার জন্য উপরিউক্ত মামলা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারও কোন ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজে বা উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া যথাযথ আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত শ্রীমতী গোপালী দে এর দরখাস্ত মতে যথাযথ উপযুক্ত আদেশ হইবে।

উকিল বাবু
Ramayan Ram Gupta

আদালতের অনুমত্যানুসারে
Abja Banerjee
Sheristader
Of Civil Judge (Jr. Divn.)
1st Court, Hooghly
14-7-23

বিজ্ঞপ্তি

ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট হুগলী সদর সমীপে
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ১/২০২১

দরখাস্তকারী -বনশ্রী সরকার

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে এই যে রেফাইতপুর, পোঃ- চন্দ্রহাটী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলীর নিবাসী বনশ্রী সরকার, স্বামী-৺ দেবব্রত সরকার ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট হুগলী সদরে উক্ত মোকর্দ্দমা আনায়ন করিয়াছেন তিনটি এল.আই.সি.আই. পলিসি (যাহার মোট মূল্য ১,৪৫,০০০ টাকা) সাক্সেসান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্তে। এব্যাপারে কাহারো কোন বক্তব্য থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং/আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আদালতে জানাইবার অনুরোধ করা হইতেছে অন্যথায় মামলাটি একতরফা শুনানি হইবে।

বৈদ্যনাথ নাথ
উকিলবাবুর সহি

শ্রী চরণ সিং,
সেরাস্তাদারের সহি
District Delegate, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সারেঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড তৈরি করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত গণনা কেন্দ্রে ব্যালট লুট করার অভিযোগের পর থেকে সারেঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল খবরের শিরোনামে। গণনাতে কারচুপির অভিযোগের ভিত্তিতে সারেঙ্গা এবং মানিকপুর দুটি পঞ্চায়েতে পুনরায় ভোট গ্রহণ করানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন। যদিও এখনও সেই নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষণা করে নি কমিশন। আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই সারেঙ্গা পঞ্চায়েতে ঘোষিত ফলাফলের ভিত্তিতেই শুক্রবার বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হল। ওই পঞ্চায়েতের জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের পক্ষ থেকে বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোট ২৪ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতে বিজেপি ৬টি আসনে, বাম- আইএসএফ জোট ৭ টি

আসনে ও শাসক দল তৃণমূল পাঁচটি আসনে জয়লাভ করে। বোর্ড গঠনের সভার শুরুতেই বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধান এবং উপপ্রধান নাম প্রস্তাব করা হয়। সিপিআইএম দলের তরফ থেকেও নাম প্রস্তাব করা হয়। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় শাসক দলের পক্ষ থেকে কোন নাম প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। এরপর উপস্থিত সদস্যদের ভোটাভুটির মাধ্যমে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হয়। বিজেপির তরফ থেকে ওই পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচিত হন সুজাতা টকাল, উপ প্রধান হন দীপা নস্কর। আর শুক্রবারের বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সারেঙ্গা পঞ্চায়েত শাসকদলের হাত থেকে হাতছাড়া হয়। যদিও বামেদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় তৃণমূলকে সামনে রেখেই একপ্রকার বিজেপি সমর্থন আদায় করে বোর্ড তৈরি করতে। তারা একে বিজেমূল বলে আখ্যা দেয়। বিজেপি ও তৃণমূলের গোপন আঁতাত এর দিকেই আঙুল তোলা বামেদের পক্ষ থেকে। যদিও এখনও ৬ টি আসনে ভোট বাকি আছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকে ফলাফলের উপর ফের বদলাতে পারে পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যার সমীকরণ এমনটাই আশাতে রয়েছে শাসক দল। যদিও সমগ্র সাঁকরাইলবাসী এই পঞ্চায়েতের ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

হাওড়ায় দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২, জখম একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার ডোমজুড় এলাকার পার্বতীপুর ও কোনা এক্সপ্রেসওয়ের পাকুড়িয়া ব্রিজে দুটি পৃথক দুর্ঘটনাতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার রাতে ডোমজুড়ের পার্বতীপুর এলাকাতে প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে । পুলিশ সূত্রের খবর ওই দিন রাতে প্রতিদিনের মতো তিন বন্ধু নিজেদের চার চাকা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল। রাস্তায় গাড়ির গতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সন্তু দলুই (২৫) নামে এক যুবকের। তিনি পেশায় সোনার গয়নার ডিজাইনার ছিলেন। কিছু দিন আগেই তিনি গাড়িটি কিনেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের মদতে বাকি দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কলকাতার

এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

পাশাপাশি হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের কোনা এক্সপ্রেসওয়ে পাকুরিয়া ব্রিজের ওপর অপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। ব্রিজের উপরে এক বেপরোয়া লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে বাইক চালক কৃষ্ণ মণ্ডলের (৪৫)। তিনি পেশায় ট্রেনের চালক ছিলেন। সাঁতরাগাছি স্টেশনে কাজ শেষে বাইকে করে বেলঘরিয়ার বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। ঘাতক লরিটি পলাতক। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির বাড়ি বেলঘড়িয়া এলাকায়। সাঁতরাগাছি থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ঘটে বলেই পুলিশ সূত্রের খবর।

উঠতি ব্যবসায়ীদের মূলধন জোগাতে ৩০০ কোটির ঋণ বণ্টন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উঠতি ব্যবসায়ীদের মুলধন জোগাতে রাজ্য সরকার ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকার ঋণ বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১০ হাজারের বেশি ক্রেডিট কার্ড প্রাপককে বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে এই ঋণ দেওয়া হবে বলে নবান্নে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী ২৩ অগস্ট কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজে উঠতি ব্যবসায়ীদের হাতে এই ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড তুলে দেবেন। সেখানেই ব্যাংকের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার কথাও আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

ছোট শিল্পের প্রসারে রাজ্য সরকারে 'শিল্পের সমাধানে' কর্মসূচি চলবে ১৮ অগস্ট পর্যন্ত। গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র সোম থেকে শুক্র সপ্তাহে পাঁচদিন এই ক্যাম্প বসছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ দেওয়া থেকে শুরু করে ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিদের ঋণ-সহ যাবতীয় সাহায্য করার জন্যই এই নয়া কর্মসূচি। ব্যবসায় ঝোঁক থাকা বেকার যুবক, যুবতীদের আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে এই শিল্পের সমাধানে ক্যাম্পে। নবান্ন সূত্রের খবর, এই কর্মসূচি শেষে রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠান ২৩ অগস্ট বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে।

সেখানেই ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের প্রাপকদের হাতে কার্ড ও ঋণের অনুমোদন পত্র তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে নবান্ন। এপর্যন্ত ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন জমা পড়ে ৩১ হাজার ৬৯১টি। নবান্নের দাবি, ১৮ তারিখের মধ্যে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডে আবেদনকারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই ব্যাংকগুলির সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসেছে অর্থ দপ্তর। যাতে ব্যবসায়ীরা হাতেনাতে ঋণ পেতে পারেন।

ইন্ডিপেন্ডেন্স-ডে উপলক্ষ্যে দিঘা যাওয়ার ২ জোড়া বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই ১৫ অগাস্ট। অনেকেই এই ছুটিতে দিঘাতে বেড়াতে যান। আর সেই কথা মাথায় রেখেই দিঘা যাওয়ার জন্য দু'জোড়া ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। ১২ এবং ১৩ অগস্ট এই ট্রেনগুলি (০৮০০৯ আপ) সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়বে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে। পরদিন দিঘায় পৌঁছবে ভোর সাড়ে তিনটেয়। উল্টোদিকে ০৮০১০ ডাউন ইন্ডিপেন্ডেন্স-ডে স্পেশ্যাল দিঘা থেকে ছাড়বে সকাল ৮টায় এবং তা সাঁতরাগাছি পৌঁছবে বেলা ১২টা ১০ মিনিটে। এই ইনডিপেনডেন্স ডে স্পেশ্যালে চারটি এসি থ্রি-টিয়ার এবং ১২টি স্লিপার ক্লাস কোচ থাকছে বলে জানানো হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই ট্রেন দাঁড়াবে উলুবেড়িয়া, বাগনান, মেচেদা, তমলুক, দেশপ্রাণ এবং কাঁথিতে।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি দখলমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এলাকাকে জবরদখল মুক্ত করতে বধ্য পরিকর রাজ্য সরকার। এই উদ্দেশ্যে ভূমি দপ্তর সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। জাতীয় পরিবেশ আদালত এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে সামনে রেখে ভূমি দপ্তরের অধীন অফ ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড সার্ভে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকার অন্তর্ভুক্ত ৩৭টি মৌজায় বসবাসকারীদের জমি রেকর্ড সংগ্রহ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের হাতে থাকা জমির তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে জলাভূমির প্রকৃত দখলদারদের খুব সহজেই চিহ্নিত করা যাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

জলাভূমির ওই ৩৭ মৌজায় ১১০টি গ্রামে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের বসবাস রয়েছে। জমির মালিক ছাড়াও বর্গাদার, বৈধ পাট্টাধারী বসবাসকারীদেরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া ১২ হাজার হেক্টর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ওই জলাভূমি এলাকায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের হাতে থাকা জমিরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। জলাভূমি এলাকায় পূর্ত, সেচ, মৎস্য দপ্তরের মত একাধিক দপ্তরের জমি রয়েছে। এছাড়া কলকাতা ও বিধান নগর পুরো নিগম এবং কয়েকটি পঞ্চায়েতের খাস জমি রয়েছে ওই জলাভূমিতে। ভূমি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে ইতিমধ্যে ৩৭ টি মৌজার মধ্যে ৩৬ টি মৌজার জমি সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত শেষ করে আদালতের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে।

শহরের কিডনি বলে পরিচিত পূর্ব কলকাতা জলাভূমি রক্ষায় পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। পুর, পঞ্চায়েত এবং রাজ্য পুলিশের সহযোগিতায় তৈরি এই মাস্টার প্ল্যান। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, কেউ এই জলাভূমি নষ্ট করলে কীভাবে তা আটকানো হবে। মৎস্যচাষ এবং কৃষিকাজের জন্য একে আরও উর্বর করা সম্ভব কি না, দেখা হবে সেটাও। এই জলাভূমির গুরুত্ব বোঝাতে স্কুলস্তর থেকেই শুরু হবে প্রচারমূলক কর্মসূচি। চলবে গবেষণা। মাটির দূষণ ঠেকাতে জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে স্থানীয় কৃষকদের। এলাকায় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেও পদক্ষেপ করা হবে।

হাজিনগরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণ সেনা জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তরুণ এক সেনা জওয়ানের। মৃতের নাম যশবন্ত যাদব (২৪)। তাঁর বাড়ি হালিশহর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের হাজিনগর এমসিমিত্র রোড। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন ওই সেনা জওয়ান। বুধবার বন্ধুদের সঙ্গে সে ঘুরতে বেড়িয়েছিল। বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গরিফা আউট পোস্টের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পোস্টে ধাক্কা মারে। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। শুক্রবার সকালে সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে মৃত জওয়ানের মতদেহ নৈহাটির রামঘাট শ্মশানে আনা হয়। সেখানে সেনা কর্মীরা তাঁকে গার্ড অফ অনার দিয়ে শেষ বিদায় জানান। তরুণ জওয়ানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে হাজিনগরে। স্থানীয় বাসিন্দা অমিত চৌবে জানান, যশবন্ত নাসিকে পোস্টিং ছিল। ছুটিতে বাড়িতে এসে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হল। খুব হৃদয় বিদারক ঘটনা।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলগুলি প্রকাশ করল বর্তমান আর্থিকবর্ষের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট

কলকাতা: গত ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফল সামনে আনল সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড। যেখানে প্রথম ত্রৈমাসিকে সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছে ২,১৮৩.০৩ লক্ষ টাকায়।যা আগের অর্থবর্ষের অনুরূপ ত্রৈমাসিকে ছিল ১,৮৬৮.০৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বর্তমান ত্রৈমাসিকে তা ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই পাশাপাশি এই ত্রৈমাসিকে ইবিআইডিটিএ ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৮৭.০৭ লক্ষ টাকা হয়েছে, যা আগে ছিল ৮৯০.৩৬ লক্ষ টাকা। করের আগে লাভ দাঁড়িয়েছে ১,১২৭.৩৪ লক্ষ টাকা, যা আগে ছিল ৭৫৫.৫৪ লক্ষ টাকা। এছাড়াও এই ত্রৈমাসিকে করের পরে লাভ ৪৮ শতাংশ বেড়ে ৮৪৭.৬৩ লক্ষ টাকা হয়েছে, যা আগের বছরের অনুরূপ ত্রৈমাসিকে ছিল ৫৭২.৫৭ লক্ষ টাকা। এরই পাশাপাশি সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, কোম্পানির সাতটি সম্পত্তি ট্রিপঅ্যাডভাইজরের ট্র্যাভেলার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ পেয়েছে এবং এরফলে বিশ্বজুড়ে সেরা ১০ শতাংশ হোটেলের মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছে।

বিজেপি জয়ী প্রার্থীকে ভাঙিয়ে বাণীপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত দখল করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ফের দল ভাঙার খেলাতে পঞ্চায়েত দখল করল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের বাণীপুর-১ নম্বর পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করার দিন নির্ধারিত করা হয়েছিল। আর পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের পূর্বেই দল ভাঙার খেলাতে অবাক করা ফল দেখালো শাসক দল। বাণীপুর-১ নম্বর পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ১২। যার মধ্যে ভোটের ফলাফলে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসে ছটি আসন। বাকি আসনের মধ্যে ৫ টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি। এছাড়াও ১ টি আসনে জয়ী হয় জাতীয় কংগ্রেস। যদিও ওই পঞ্চায়েতের শাসক দলের প্রাক্তন প্রধান মৌমিতা সাঁতরা এসসি তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি থেকে জয়ী প্রার্থীকে ভাঙিয়ে বোর্ড গঠন করতে হল শাসক দলকে। পাশাপাশি তৃণমূলের কর্মীদের তরফ থেকে দাবি করা হয় প্রাক্তন প্রধান মৌমিতা সাঁতরা নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে হিন্দুতে পরিবর্তিত হয়েছেন। এই ঘটনাকে মেনে নেয়নি স্থানীয় তৃণমূলের নেতৃত্ব। এছাড়াও প্রধান হিসাবে ওই পঞ্চায়েতে তিনি মানুষের জন্য সেইভাবে কাজও করেননি। তাই তাকে দল এইবারে প্রধান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও বোর্ড গঠন করতে ৭ জন প্রার্থী প্রয়োজন ছিল তাই বাণীপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের দখলে রাখতে বিজেপি জয়ী প্রার্থী অঞ্জলি রামকে তৃণমূলে যোগদান করিয়ে ওই পঞ্চায়েত দখল করল শাসক দল। যদিও শুক্রবারের এই ঘটনাতে যথেষ্টই ক্ষুব্ধ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ শাসক দল তাদের দলের জয়ী প্রার্থীর উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে তৃণমূলে যোগদান করিয়েছেন। পাশাপাশি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সাঁকরাইলের বিজেপি ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সতেন্দ্র যাদব আইনের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন।

ইন্দাস ব্লকের সবকটি অঞ্চলে বোর্ড গঠন তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আজ ইন্দাস ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েতেই বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সেখ হামিদ পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের বিষয়ে বলেন, 'আজকের দিনে বীর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকে স্মরণ করে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছতা যাতে বজায় থাকে সেজন্য ইন্দাস ব্লকের দশটা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস সকলকে সঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বোর্ড গঠন করল।' তিনি দাবি করেন, ইন্দাস ব্লকে বিরোধী বলে কিছু নেই। সামনের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন বলে জানান তিনি।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১২ অগাস্ট ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০, শনিবার

‘আই অ্যাম নট অ্যা গে’, কেন বলেছিলেন স্বপ্নদীপ, উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে ক্রমশই যে তত্ত্ব সব থেকে জোরালো হচ্ছে তা হল র‌্যাগিং তত্ত্ব। নদিয়ার বগুনার ছেলে বাংলা বিভাগের প্রথমবর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। রাত সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে এই ঘটনা বলে সূত্রের খবর। এরপরই পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে বুধবার ঘটনার দিন রাতে ভয়ে ভয়ে ছিলেন স্বপ্নদীপ। এমনও সূত্রের খবর, পুলিশকে স্বপ্নদীপের সহপাঠীদের একাংশ জানিয়েছেন, সেদিন রাতে বারবার ওই ছাত্র বলেছিলেন, ‘আই অ্যাম নট আ গে’। অর্থাৎ ‘আমি সমকামী নই’। প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই যদি এমন কথা ওই ছাত্র বলে থাকেন তা হলে তার নেপথ্যে কারণ কী তা নিয়েই। এরকম কোনও তত্ত্বকে সামনে রেখে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে স্বপ্নদীপকে র‌্যাগিং করা হচ্ছিল কি না তা নিয়ে। কলকাতা পুলিশের তদন্তে মেন হস্টেলের বেশ কয়েকজন পুলিশের বিশেষ নজরে রয়েছে বলেও জানা গেছে। তালিকায় আছেন, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রও। সূত্রের খবর, পুলিশ ১০ ছাত্রকে থানায় ডেকেছিল। একজনও আসেনি। কিন্তু পুলিশি তলব এড়ানোর কারণ তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

ইতিমধ্যেই যাদবপুরের প্রথমবর্ষের ছাত্র মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে যাদবপুর থানায়। স্বপ্নদীপের বাবা রমাপ্রসাদ কুণ্ডু লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তারপরই পুলিশ ৩০২ ধারায় তদন্ত শুরু করেছে। যা খুনের অভিযোগ। ইতিমধ্যেই যাদবপুরের পুলিশ নিহত ছাত্রের ১৫-২০ জন সহপাঠীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। মূলত সেদিন রাতে যাঁরা হস্টেলে ছিলেন ও যাঁরা স্বপ্নদীপের সহপাঠী, তাঁদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে যাদবপুর থানা সূত্রে খবর। কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দলও নদিয়ায় পৌঁছয়। স্বপ্নদীপের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তারা। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গেও কথা বলেন এই দলের সদস্যারা।

এদিকে এ খবরও মিলছে স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় সূত্রের খবর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টস ও হস্টেল সুপারিনটেনডেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে পুলিশ।

ডেঙ্গি নিয়ে লালবাজারকে নোটিস কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে নোটিস পাঠানো হল কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারে। এই নোটিস ডেঙ্গি নিয়ে সতর্কীকরণ বলেই জানা গেছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি মিলিয়ে মোট ১২টি অফিসকে ডেঙ্গি নিয়ে সতর্ক করে বুধবার ও বৃহস্পতিবার পুরসভা তরফ থেকে নোটিস পাঠানো হয়। এই তালিকায় রয়েছে লালবাজারও।

কলকাতা পুরসভা সূত্রের খবর, লালবাজার ছাড়া ডেঙ্গির নোটিস পাঠানো রাজ্যে সরকারি দপ্তরগুলির মধ্যে রয়েছে পূর্ত দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিবের অফিস, দমকলের ডিজি-র অফিস, আবাসন দপ্তরের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, পূর্ত দপ্তরের সুপারিন্টেনডেন্টের দপ্তর। কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসের মধ্যে রয়েছে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, শিয়ালদহের ডিআরএমের অফিস, মেট্রো রেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, সিপিডব্লিউডি-র চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস এবং ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই)-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকের অফিসও। এই নোটিস সম্পর্কে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের এক আধিকারিক জানান, ‘নোটিসে এই সমস্ত অফিসকে জানানো হয়েছে যে, কোথাও জল জমে থাকলে তা দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে। এমনকী, আবর্জনা জমলে তা-ও দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।’

গত শুক্রবার, ৪ অগস্ট কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এবং পুরসভার মশা দমন বিভাগের একাধিক শীর্ষ অফিসার উল্টোডাঙার কাছে মুচিবাজারে দু’টি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার অফিসে যান। ওই সব অফিসের ভিতরে মশার আবাস ও আঁতুড়ঘর দেখে ক্ষুব্ধ হন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র। সে দিনই পুরসভার সদর কার্যালয়ে ফিরে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানিয়েছিলেন, ডেঙ্গি রোধে কলকাতায় থাকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসকে পুরসভা নোটিস পাঠাবে। তার পরেই বুধবার ও বৃহস্পতিবার পুরসভার নোটিস যায় ওই সব অফিসে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম
১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল আইডি : cs4479@pnb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৫.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স এম. কে. ডেভলপারস,** ২০এ শান্তিনিকেতন (১ম তল), ৮, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩১,৬৩,২০৬.৯৬ টাকা** (একত্রিশ লাখ তেষট্টি হাজার দুশো ছয় টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা **৩০.০৪.২০২৩** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সি. আর. এভিনিউ ব্রাঞ্চ** নিকট বকেয়া **৩১,৬৩,২০৬.৯৬ টাকা** (একত্রিশ লাখ তেষট্টি হাজার দুশো ছয় টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত - ২ কাঠা ৫ ছটাক এবং ৪০ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত দুই তলা ভবন। **শ্রী পঙ্কজ পান্ডের মালিকানাধীন** কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে ১ডি, চারু চন্দ্র অ্যাভিনিউ, পূর্বে ৪১/১ডি, রসা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩-এ অবস্থিত।

তারিখ : ১০.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI
ইন্দা ব্রাঞ্চ, খড়গপুর
ও.টি. রোড, পো. ইন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর,
পিন - ৭২১৩০৫ ই-মেল - sbi.05155@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV, [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৫.০৫.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কমল কান্ত পান্ডা এবং শ্রীমতি শ্রুতি রেখা প্রিয়দর্শিনী** ঠিকানা - বাদাছানা (হাই লেভেল ক্যানেলের নিকট), পো. বাদাছানা, থানা - বাদাছানা, জেলা - জাজাপুর, রাজ্য - ওড়িশা, পিন - ৭৫৪২৯৬ কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৫,৮০,১৮২.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ আশি হাজার একশ বিরাশি টাকা) টাকা ০৪.০৫.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৫,৮০,১৮২.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ আশি হাজার একশ বিরাশি টাকা) টাকা ০৪.০৫.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তপশিল

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত - সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত অনাবি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২এ (৩য় তল), ২ বেড রুম, ১ লিভিং কাম ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, ১ টয়লেট, ১ বাথ, ঢাকা এরিয়া - ৬২৩ বর্গফুট এবং সুপার ল্টি আপ এরিয়া - ৭৪৮ বর্গফুট এবং একটি দ্বি চক্র যান পার্কিং স্পেস। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি মৌজা ইন্দা, জেএল নং ২৩২, সিএস খতিয়ান নং ৩৮০, আসএস খতিয়ান নং ৯৫৭, এল আর-কেবি স্টেজ খতিয়ান নং জে০১২০০৯, ৪১০, সিএস প্লট নং ৯২, আরএস প্লট নং ৯৯, এলআর প্লট নং ৬৭১ এবং ৬৭২ মোট জমির পরিমাণ ৯.৭ ডেসিমেল অথবা ৪২২৪ বর্গফুট, শ্রেণি - বাস্তু, দলিল নং আই-৫৫৫১ তারিখ ২৮.০৬.২০১৭ অনুযায়ী **শ্রী কমল কান্ত পান্ডা এবং শ্রীমতি শ্রুতি রেখা প্রিয়দর্শিনী,** অনাবি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২এ (৩য় তল) নিউ টাউন, ইন্দা, ওয়ার্ড নং ২ (পুরনো নং ৩) অ্যাডামস বিল্ডিংয়ের পেছনে, খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০১ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** - উত্তরে - শ্রী কাঞ্চনের খালি জমি, দক্ষিণে - ১৮ ফুট সড়ক, পূর্বে - দেবাশিস দে সরকারের খালি জমি, পশ্চিমে - ১৪ ফুট সড়ক সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১০.০৮.২০২৩, স্থান - পশ্চিম মেদিনীপুর — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূলের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য উধাও, হল না শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর ব্লক-২ অধীনস্থ শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ৩০। একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ২৯ টি সংসদ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। এরমধ্যে ২৪ টি আসন তৃণমূলের দখলে। অন্যদিকে বিজেপি তিনটি এবং সিপিএম দুটি আসন পেয়েছে। যদিও আগাম ঘোষিত অনুযায়ী শুক্রবার ছিল শিউলি পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ড গঠন এবং নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। কিন্তু বিদায়ী প্রধান অরুণ কুমার ঘোষ-সহ তৃণমূলের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য এদিন অনুপস্থিত ছিলেন। ফলস্বরূপ নতুন বোর্ড গঠন ভেস্তে গেল শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে। তৃণমূলের ঘোষিত প্রধান সঞ্জীব ঘোষ বলেন, দল তাকে প্রধান নির্বাচিত করেছে। কিন্তু প্রাক্তন প্রধান অরুণ কুমার ঘোষ দলের সেই নির্দেশ মানতে চাইছেন না। সঞ্জীব বাবুর অভিযোগ, ফের প্রধান হওয়ার জন্য অরুণ কুমার ঘোষ দৌড় ঝাঁপ করছেন। তাই উনি ১৮ জন দলীয় সদস্য নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছেন। এমনকী, সদস্যদের সঙ্গে ফোনেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তবে দলের উচ্চ নেতৃত্ব বিষয়টি দেখছেন। এদিকে দলীয় সদস্যদের উধাও হওয়ার মুখে চুনকালি পড়ে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের। ঘটনার প্রলেপ দিতে তড়িঘড়ি শিউলি পঞ্চায়েতে ছুটে আসেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পার্থ ভৌমিক জানান, তিনি জেলা সভাপতি তাপস রায়ের নির্দেশে এখানে এসেছেন। এদিন মাত্র পাঁচজন সদস্য হাজির ছিলেন। বাকি সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাওয়া হবে। কারণ জানার পর জেলা সভাপতি, বিধায়ক, ব্লক ও অঞ্চল সভাপতি, পর্যবেক্ষক আলোচনায় বসবেন।

রাজ্যপালের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার আদালতে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করার ইস্যুতে ফের নবান্ন-রাজভবন সংঘাতে নয়া মোড়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নির্দেশে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে সুহৃতা পালকে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এই সিদ্ধান্তের পরই এবার রাজভবনের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেন অপসারিত উপাচার্য সুহৃতা পাল। স্বাস্থ্যসচিব, বিশেষ সচিব (স্বাস্থ্য), বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ওএসডি (জয়েন্ট সেক্রেটারি) রাজভবনকে পক্ষ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তিনি, এমনটাই খবর আদালত সূত্রে। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে আগামী সোমবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন-র নিয়ম মেনে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হননি বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপাচার্যের থেকে জবাব তলব করেছিলেন আচার্য তথা রাজ্যপাল। কেন তিনি এখনও উপাচার্য পদে এই প্রশ্ন তুলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে উপাচার্যের জবাব তলব করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা যাচ্ছে, উপাচার্যের জবাবে সন্তুষ্ট হননি আচার্য। আর এরপরই উপাচার্যকে সরানোর কথা স্বাস্থ্যসচিবকে জানিয়ে দেয় রাজভবন। সঙ্গে রাজভবনের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ইউজিসি’র যে নিয়ম মানা হয়নি। এই প্রসঙ্গে রাজভবনের বক্তব্য, সার্চ কমিটিতে ইউজিসি’র কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে। ফলে ইউজিসির নিয়ম না মানায় তা আদালত অবমাননার সামিল বলে মনে করে রাজভবনের। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপের পরই সটান কলকাতা হাইকোর্টে হাজির হন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য অপসারিত উপাচার্য সুহৃতা পাল। রাজভবনের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের শরনাপন্ন হন তিনি।

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে সুহৃতা পালকে যে সার্চ কমিটি নিযুক্ত করেছিল তার প্রধান ছিলেন প্রাক্তন ডিএমই সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, সার্চ কমিটিতে তিনি বাদে সকলেই সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আরও জানান, তালিকায় তিন নম্বরে নাম ছিল সুহৃতা পালের। তবে এটাও ঠিক যে, সুহৃতা পাল উপাচার্য হওয়ায় কিছুটা অবাক হয়েছিলেন সুশান্তবাবু।

স্বপ্নদীপের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংঘাত শাসক-রাজভবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুরের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এবার প্রকাশ্যে এল রাজনৈতিক চাপান-উতোর। র‌্যাগিং নাকি খুন, সেই প্রশ্ন ছেড়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে তা নিয়েই। আর সেই প্রশ্নেই আরও ফের সামনে এল রাজ্য-রাজ্যপাল দ্বন্দ্ব। একদিকে, সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মনে করিয়ে দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আচার্য তথা রাজ্যপালের প্রভাব অনেক বেশি। শনিবার সকালে স্বপ্নদীপের মৃত্যু নিয়ে একটি টুইটও করেন শিক্ষামন্ত্রী। টুইটে ব্রাত্য লেখেন, ‘স্বপ্নদীপের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর ও আন্তরিক সমবেদনা। একটি প্রতিশ্রুতিশীল ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ে যাওয়া বাংলা ও তার সমাজের বড় ক্ষতি। আমিও এই ধরনের জঘন্য সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানাই।’ এদিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিও সুকান্ত মজুমদার তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে লেখেন,‘প্রশাসনিক মদত ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে টিমসিপি, এসএফআই, ডিএসএফ-এর মতো ছাত্র সংগঠনগুলো কোনওদিন র‌্যাগিংয়ের মতো ঘৃণ্য অপরাধ চালাতে পারে না। স্বপ্নদীপকে নিজের প্রাণ দিয়ে তার মূল্য দিতে হল। আমি তাঁর পরিবারকে সকল প্রকার আইনি সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এই দুঃখের মুহূর্তে তাদের পাশে আছি।’

এরই প্রত্যুত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, শুধুমাত্র রাজ্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোই বিজেপির একমাত্র উদ্দেশ্য। পাল্টা জবাব দিয়ে আচার্য সি ভি আনন্দ বোসকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ব্রাত্য লিখেছেন, ‘যে কোনও ঘটনাতেই রাজ্য সরকারের দোষ খুঁজে পাচ্ছে বিজেপি। গাছের পাতা নড়লেও রাজ্যের দোষ। সরকারের ওপর দোষ চাপানোর তাড়ায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভুলে গিয়েছেন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন সরাসরি আচার্যের অধীনে রয়েছে। এই ঘটনা আসলে রাজ্যপালের ব্যর্থতা।’

বৃহস্পতিবার ভোরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুর পর র‌্যাগিং-এর অভিযোগে তোলপাড় গোটা ক্যাম্পাস। রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান খোদ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর
৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট- ব্যারাকপুর,
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১২০

গাড়ির নিলাম

নিলাম অফিসারের বিশদ: নাম: শাশ্বতী সাহা, ই-মেইল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭২১০২০

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৬(২)-এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৮.২০২৩
সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- “ আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ ভালোভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।”
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ২১.০৮.২০২৩ , সময়-দুপুর ২.০০ টো থেকে বিকাল ৪.০০ টে

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির বাস্তবিক দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা “যেখানে যেমন আছে”, “যা যেমন আছে” এবং “সেখানে যা কিছু আছে”-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৮.০৮.২০২৩** তারিখে **৭,৩৪,৫৮৮.০০ টাকা ১১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী + সুদ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর **শ্রী ইন্দু ভূষণ দাস, এ/সি নং ৪০৫৭০০০৮৪২২** -এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য ৫,৩৫,০০০.০০ টাকা, বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **৫৩,৫০০.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায় সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
গাড়ির বিবরণ: হুন্দাই ভেন্যু ১.২ এল কেএপিপিএ, এমটি, বিএস-৬-পেট্রল, রেজি নং- ডব্লিউবি-২৪বিসি-৪১৮৭, রেজিঃ তারিখ-**৩০.১১.২০২১, স্বত্বাধিকারী: শ্রী ইন্দু ভূষণ দাস,** উৎপাদনের বছর- ২০২১।

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটর এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

তারিখ: ১২.০৮.২০২৩
স্থান: ব্যারাকপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শুধু সিনিয়র ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনেই পিপিপি ডায়গনস্টিকে টেস্ট, জারি নয়া নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েক বছর ধরে সরকারি হাসপাতালের অত্যাধুনিক রেডিয়োলজির পরীক্ষাগুলি করা হয় পিপিপি মডেলে চলা হাসপাতাল সংলগ্ন ডায়গনস্টিক সেন্টারে। আর এই পরীক্ষা করা নিয়েই উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। এই অভিযোগ জানার পরই পদক্ষেপ করা হল স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে। কারণ, স্বাস্থ্য দপ্তর চাইছে এই পিপিপি ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলিকে আরও শৃঙ্খলাপরায়ণ করতে। একইসঙ্গে সরকারি অর্থ অপচয়ও ঠেকাতে। এই লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে জারি করা হয়েছে এক নির্দেশিকাও।

এই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) জারি করা হয় সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং সব মেডিক্যাল কলেজের সুপার তথা উপাধ্যক্ষদের উদ্দেশে। তাতে বলা হয়েছে, একমাত্র নির্দিষ্ট পদমর্যাদার সিনিয়র ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনেই মান্যতা দিয়ে টেস্ট করবে পিপিপি ডায়গনস্টিক সেন্টার।

প্রসঙ্গত, অনেক দিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, নানা সময়ে একশ্রেণির হাসপাতাল কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজসে ভুয়ো পরীক্ষা ও ভুয়ো বিল করেন ওই সব ডায়গনস্টিক সেন্টারের কর্মীদের একাংশ। এমনই এক ঘটনা ঘটে গত জুনে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে। যা নিয়ে তুলকালাম হয় স্বাস্থ্য দপ্তরে। এরপরই তদন্তে নেমে জানা যায়, সিনিয়রদের অন্ধকারে রেখে কিছু জুনিয়র ডাক্তারের লেখা ভুয়ো প্রেসক্রিপশনে জাল পরীক্ষা করা হয়েছে। এরপর কড়া পদক্ষেপ করে স্বাস্থ্য দপ্তর। গত ১ জুলাই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, প্রেসক্রিপশন ও রিপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পোর্টালে রিয়েল-টাইম আপডেট করতে হবে। এরপর এবার এই এসওপি প্রকাশ করা হল স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে। যেখানে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইমার্জেন্সি, ইন্ডোর, আউটডোরের রোগীদের প্রেসক্রিপশন কারা লিখবেন, তাতে কোন কোন পরীক্ষা হবে। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রেসক্রিপশনে ব্যাখ্যা দিতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নির্দেশিকায়। একইসঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের দায়িত্বও। যেখানে স্পষ্ট নির্দেশ, ইমার্জেন্সি থেকে কোনও রোগীকে পিপিপি ডায়গনস্টিকে পাঠানো যাবে না এমআরআই পরীক্ষার জন্য। সে ক্ষেত্রে রোগীকে আগে ভর্তি করতে হবে। তবে ইমার্জেন্সি থেকে ডিজিটাল এক্স-রে এবং সিটি স্ক্যানের সুপারিশ করা যাবে। যদিও সে ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশনে ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসারের সই এবং পরীক্ষাটি কেন জরুরি, তার ব্যাখ্যাও দিতে হবে তাঁকে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রেসক্রিপশনে করতে হবে পুরো সই। সঙ্গে থাকতে হবে তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বরের উল্লেখ। ইন্ডোরে ভর্তি রোগীদের ক্ষেত্রে এই সব টেস্টের জন্য ন্যূনতম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্তরের শিক্ষক-চিকিৎসক এবং স্পেশ্যালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার অথবা বেড ইন-চার্জকে করতে হবে প্রেসক্রিপশন। অন্যথায় সেই প্রেসক্রিপশন গ্রাহ্য হবে না পিপিপি ডায়গনস্টিক সেন্টারে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি প্রেসক্রিপশনের রিকুইজিশন করতে হবে তিন কপি করে। এখানেই শেষ নয়, এই নির্দেশিকায় এও বলা হয়েছে, ডেপুটি অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে রোজ কমপক্ষে একবার ভিজিট করতে হবে পিপিপি ডায়গনস্টিক সেন্টার। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শুধু উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (১)-কে এই বিষয়গুলি দেখভালের জন্য নোডাল অফিসার বহালই করবেন না, তাঁকে নিজেকেও ন্যূনতম ৫ শতাংশ বিল পরখ করে দেখে নিতে হবে।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
পঞ্চাননতলা, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল [৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা(গণ) অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
“আমরা সারফেইসি এক্ট এর সেকশন ১৩(৮) এর বিধান ও তার অধীন বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের মনোযোগের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্তকরার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে।”

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার- শ্রী কমল রায়** পিতা- ভূপাল চন্দ্র রায়, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৪র্থ তল, পূর্বাসা অ্যাপার্টমেন্ট, ১২/১ নতুনপাড়া রোড, মাল্লাহগেরে, খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- পিন ৭৪২১০৩। **জামিনদার: মিতালী রায়,** স্বামী- শ্রী কমল রায়, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৪র্থ তল, পূর্বাসা অ্যাপার্টমেন্ট, ১২/১ নতুনপাড়া রোড, মাল্লাহগেরে, খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- পিন ৭৪২১০৩। **শাখা: বহরমপুর প্রধান শাখা**	০৭.০৬.২০২৩ এবং ১১.০৮.২০২৩	১৩,৭৯,৯৮৯.০০ টাকা **(তেরো লক্ষ উনআশি হাজার নয়শো উননব্বই টাকা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ।	সম্পদের সুনির্দিষ্ট বিশদ বিবরণ যার নিরাপত্তা আগ্রহ তৈরি করা হয়েছে তা এখানে নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে: **বন্ধকীকৃত সম্পদ :** ১) মৌজা-৯৭ খাগড়ায় অবস্থিত চতুর্থ তলায় ফ্ল্যাট নং ৪০৩ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার খতিয়ান নং আরএস ২০১, এলআর ৮২৬৪, ৮২৬৫ প্লট নং আরএস ১৩৭২/১৪১৮, এলআর ১৮২৯, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮১৪ বর্গফুট, বহরমপুর পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ১২/১ নতুনপাড়া রোড, পোস্ট ও থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১০১। সম্পত্তির বিক্রয় দলিল নং ১০৭৪৩ তারিখ- ২৯.১০.২০১৩, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং-২৯, পৃষ্ঠা ১৪৫৯ থেকে ১৪৮৭ পর্যন্ত, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণ- হরিদাস সিংয়ের বাড়ি, পূর্ব- ১০ পৌরসভা পথ, পশ্চিম- ৮ ফুট পৌরসভা পথ। **২)** ১৮৪ বর্গফুট পরিমাপের গ্যারেজ নং ১১০ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান-মৌজা-৯৭ খাগড়া, খতিয়ান নং আরএস ২০১, এলআর ৮২৬৪, ৮২৬৫ প্লট নং আরএস ১৩৭২/১৪১৮, এলআর ১৮২৯ বহরমপুর পৌরসভার অধীনস্থ হোল্ডিং নং ১২/১ নতুনপাড়া রোড, পোস্ট ও থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১০১ ।সম্পত্তির বিক্রয় দলিল নং-১০৭৪২ তারিখ- ২৯.১০.২০১৩, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং -২৯, পৃষ্ঠা ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণ- হরিদাস সিংহের বাড়ি, পূর্ব- ১০ পৌরসভা পথ, পশ্চিম- ৮ ফুট পৌরসভা পথ দ্বারা।

তারিখ: ১১.০৮.২০২৩
স্থান: বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

স্বাধীনতার অনেক আগেই বাংলায় গঠিত হয়েছিল এক স্বাধীন সরকার

তাপস চট্টোপাধ্যায়

‘পূর্ব মেদিনীপুর’ গ্রাম বাংলার এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বরাবরই খবরের শিরোনামে থেকেছে। বিগত দিনে রাজনৈতিক পালাবদলের মূখ্য পটভূমিই ছিল এই জেলার ছোট্ট একটা গ্রাম ‘নন্দীগ্রাম’।

দিনটা ছিল ১৯৪২ এর ১৭ ই ডিসেম্বর। গোটা জেলা তখন হাড়কাঁপানো শীতের হাত থেকে বাঁচতে দরজা জানালা এঁটে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুম নেই মাত্র কয়েকজনের। নন্দকুমারের দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের মহেন্দ্র নাথ দলুইয়ের দোকানঘরের গোপন ডেরায় তখন রচিত হতে চলেছে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায়। মাটির দেওয়াল, টিনের চাল, দোকানঘরের দোতলায় কেরোসিন কুপির টিমে আলোয় কয়েকজন তখন গভীর আলোচনায় মগ্ন। বিষয়বস্তু একটাই, পরাধীন ভারতের মাটিতে এক স্বাধীন মহকুমা র প্রতিষ্ঠা।

‘তাম্রলিপ্তি’ বা ‘তাম্রলিপ্ত’ তৃতীয়/চতুর্থ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সমগ্র এশিয়ার অন্যতম প্রধান বন্দরে প্রথম স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন তখন ছিল যেন সময়ের অপেক্ষা। সংকল্পে স্থির, উদ্দেশ্যে অনড়, সে রাতের গোপন সভায় উপস্থিত সবকটি প্রাণ ছিল দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে আমৃত্যু অঙ্গীকারবদ্ধ। সেদিনের সেই গোপন সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের হাতে গোনা কয়েকজন নেতা সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধাড়া, রমেশ চন্দ্র কর প্রমুখ। মনে করা হয় ঐতিহাসিক সেই রাতেই সর্বসম্মতিক্রমে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের খসড়াও প্রস্তুত হয়। স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকারের সর্বাধিনায়ক মনোনীত হন কংগ্রেস নেতা সতীশচন্দ্র সামন্ত, পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে। অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব পান স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত অনুপ্রাণিত অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, চিরতরুন বিপ্লবী সুশীল কুমার ধাড়া পান সমর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিবের দায়িত্ব।

বিশ্বজুড়ে যে কোনো গণআন্দোলনের প্রেক্ষিত কোন একজন বা একাধিক ব্যক্তিবর্গের চিন্তার ফসল হতে পারে না। বেগবতী নদীর মতো তার ধারা উপধারা নিজের খেয়ালেই কখনো উচ্ছল, কখনো বা উত্তাল হয়। নিশ্চিহ্ন হয় কত জনপদ, অন্য পাড়ে পত্তন হয় নতুন কোনও সভ্যতা।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনের প্রেক্ষিতও দুটি সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ। প্রথমটি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন, পরবর্তী কালে যা ‘আগস্ট বিপ্লব’ নামে পরিচিত হয়। অপরটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান।

১৯৪১ সালে জার্মানির লাগাতার আক্রমণের সামনে বৃটিশ সমেত মিত্র শক্তিভূক্ত দেশগুলো পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক পার্ল হারবারে জার্মানির আচমকা আক্রমণ এবং জাপানের ভারতের দিকে আগ্রাসন, জোড়া ধাক্কায় বৃটিশ শক্তি দিশেহারা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নেতাজির অন্তর্ধানের পর জার্মান এবং জাপানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাড়তি অক্সিজেন যোগাতে সাহায্য করে। এমতাবস্থায় ঘরেবাইরে চাপের কাছে বৃটিশ শক্তি অনেকটাই নমনীয় হয়ে পড়ে। ভারতীয়দের সাহায্য ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে টিকে থাকা তাদের কাছে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আশা করেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনঠাসা বৃটিশ শক্তি হয়তো এবার পূর্ণ স্বরাজ এর প্রসঙ্গে আলোচনায় উৎসাহী হবে। কিন্তু ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ‘ক্রিপস মিশন’ এর আলোচনায় বৃটিশদের অনমনীয় মনোভাব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে ‘এক ধাক্কা অউর দো’ ছাড়া কোন বিকল্প পথ চোখে পড়ে না। এরপর ৭ই আগস্ট মুম্বইতে অখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভায় ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের প্রস্তাবনা আসে। ৮ই আগস্ট রাত দশটায় প্রস্তাবনা পাশ হয় আর ৯ই আগস্ট কংগ্রেসের বড় অংশের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’ ডাক ভারত জুড়ে নতুন করে সাড়া ফেলে দেয়, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সমেত একের পর এক প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারীর পর এই আন্দোলনের রাশ দলের হাতে থাকে না। অহিংস এবং অসহযোগের পথ ছেড়ে আন্দোলনকারীরা বৃটিশ সেনাবাহিনী এবং পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। দেশের একাধিক জায়গায় তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, যার ফল মারাত্মক আকার ধারণ করে। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের লাঠিচার্জ এবং গুলিবৃষ্টিতে আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রায় ৬৫৮ জনের মৃত্যু হয়, আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার। পুলিশ প্রশাসনের এই পাশবিক দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে আন্দোলনের গতিমুখ ক্রমশই হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, বাংলা বিহার এবং ওড়িশা ইত্যাদি পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে। ৩১৮ টা রেলস্টেশন, ৫৫০ টা ডাকঘরে আক্রমণ চলে। ৫০টা ডাকঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১১,২৫৮ টা জায়গায় টেলিফোন এবং টেলিগ্রামের খুঁটি উপড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও ১৯২টা থানা এবং ৪৯৪টা সরকারি দফতর পোড়ানো হয়। এই সংঘর্ষে পুলিশসহ সেনাবাহিনীর ৩৩ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন প্রায় ১৪৩৩ জন।

একসময় আন্দোলনের সেই উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ে তমলুক মহকুমার অধীনে মহিষাদল থানা এলাকার দানিপুর গ্রামে। ইংরেজ সৈন্যরা সেখানে একটি গুদাম থেকে সবে যখন খাদ্য শস্য বের করা শুরু করেছে তখনই গ্রামবাসীরা জড়ো হয়ে তার বিরোধ করতে থাকে। নিজেদের ঘাম রক্ত দিয়ে সেচা খাদ্যশস্য কিছুতেই ইংরেজ সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে চায় না। সরাসরি সংঘর্ষ বাধে, সেনাবাহিনীর গুলিতে একাধিক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়।

ঐতিহাসিকদের মতে, দানিপুর গ্রামের সেদিনের সেই নৃশংস গণহত্যাই পরবর্তীকালে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত গণআন্দোলনের উৎসস্থল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্ত গ্রামবাসীদের একত্রিত করে গেরিলা কায়দায় একের পর এক নাশকতামূলক কাজ শুরু করেন। তমলুকের সাথে যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রাস্তাঘাট কেটে ফেলা হয়, টেলিগ্রাফ টেলিফোনের খুঁটি উপড়ে ফেলে পুল কালভার্ট ভেঙে ফেলা হয়। ২৪ ঘন্টা পালাকরে চলে গ্রামবাসীদের নজরদারি। উদ্দেশ্য একটাই, মহকুমার চারটি থানা যথাক্রমে তমলুক, সুতাহাটা, মহিষাদল এবং নন্দীগ্রামে তেরঙ্গা উত্তোলনের মাধ্যমে তমলুক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। দিনটা ছিল ১৯৪২ এর ২৯শে সেপ্টেম্বর, সকাল থেকেই এক এক গ্রামবাসী রা জড়ো হচ্ছিলেন । কর্মসূচি ছিল, তমলুক সাব ডিভিশন অফিস এবং থানা দখল করা। অত্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রেখেই তৈরি হয়েছিল রণনীতি, কিন্তু কয়েক জন জমিদার আর ইংরেজদের মদতপুষ্ট কিছু স্বার্থান্বেশীর চক্রান্তে বৃটিশ সেনাবাহিনীর কাছে খবর পৌঁছে যায়। সাময়িকভাবে পুল ও রাস্তা মেরামত করে বৃটিশ ফৌজ গ্রামে পৌঁছে যায়। গ্রামবাসীরা তখন তমলুক থানার খুব কাছাকাছি, নেতৃত্বে রয়েছেন সত্তরোর্ধ বৃদ্ধা বিপ্লবী মাতঙ্গিনী হাজরা। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে শিরদাঁড়া সোজা রেখে তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই, ‘স্বরাজ’। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, ইংরেজ সেনাবাহিনীর গুলিবৃষ্টিতে সহযোদ্ধাদের সাথে তাঁর রক্তাক্ত নিথর দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, তবু তেরঙ্গাকে মাটিতে পড়তে দিলেন না। অন্যদিকে সুশীল কুমার ধাড়ার নেতৃত্বে মহিষাদল থানা দখলের অভিযানও ব্যর্থ হল।

একমাত্র সুতাহাটা থানা দখল হল বিনা রক্তপাতে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেই প্রথম এক অভিনব ঘটনা ঘটে গেল। থানার স্টেশন অফিসার এবং পুলিশ কর্মীরা একযোগে আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্যালুট জানালেন।

পরদিন ৩০শে সেপ্টেম্বর, কর্মসূচি ছিল নন্দীগ্রাম থানা দখল। কিন্তু স্থানীয় জমিদারদের সহযোগিতা নিয়ে আগেভাগেই ইংরেজ সেনাবাহিনী সেই অভিযান ব্যর্থ করে।

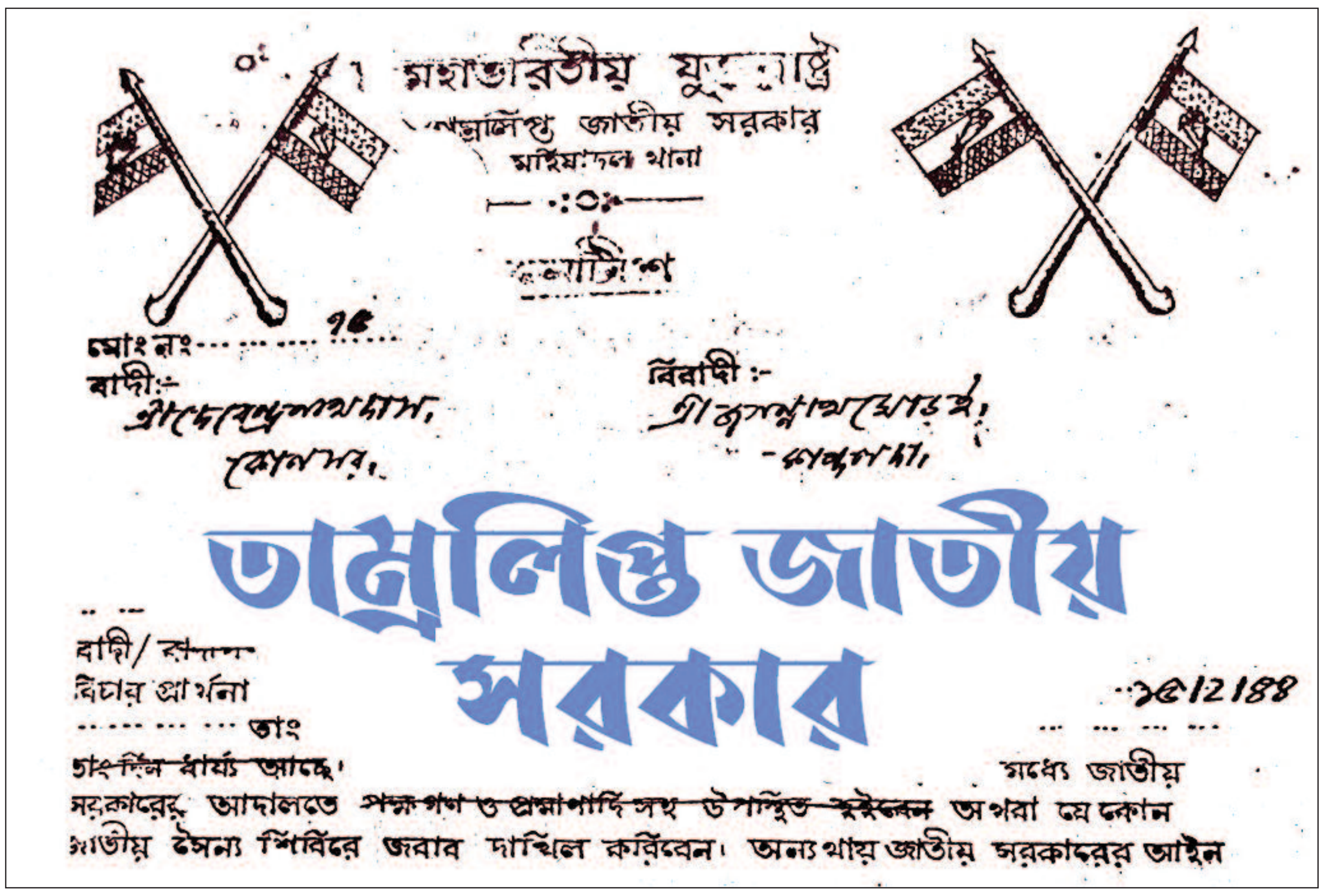

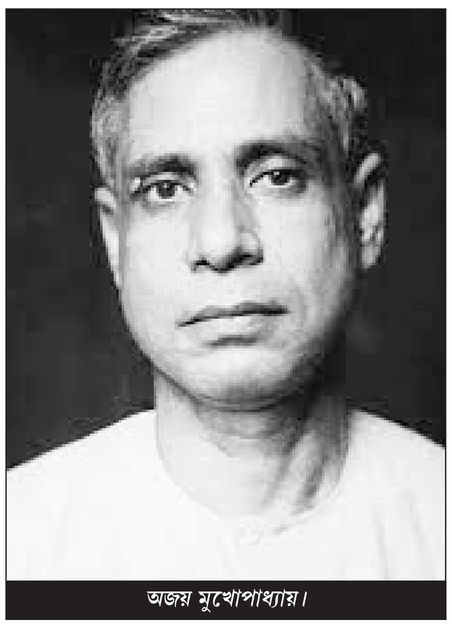
অজয় মুখোপাধ্যায়।

সতীশচন্দ্র সামন্ত।

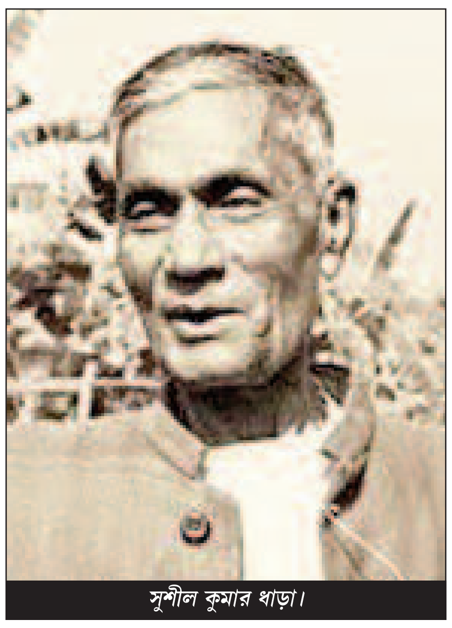
সুশীল কুমার ধাড়া।

১৯৪১ সালে জার্মানির লাগাতার আক্রমণের সামনে বৃটিশ সমেত মিত্র শক্তিভূক্ত দেশগুলো পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক পার্ল হারবারে জার্মানির আচমকা আক্রমণ এবং জাপানের ভারতের দিকে আগ্রাসন, জোড়া ধাক্কায় বৃটিশ শক্তি দিশেহারা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নেতাজির অন্তর্ধানের পর জার্মান এবং জাপানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাড়তি অক্সিজেন যোগাতে সাহায্য করে। এমতাবস্থায় ঘরেবাইরে চাপের কাছে বৃটিশ শক্তি অনেকটাই নমনীয় হয়ে পড়ে। ভারতীয়দের সাহায্য ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে টিকে থাকা তাদের কাছে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আশা করেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনঠাসা বৃটিশ শক্তি হয়তো এবার পূর্ণ স্বরাজ এর প্রসঙ্গে আলোচনায় উৎসাহী হবে। কিন্তু ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ‘ক্রিপস মিশন’ এর আলোচনায় বৃটিশদের অনমনীয় মনোভাব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে ‘এক ধাক্কা অউর দো’ ছাড়া কোন বিকল্প পথ চোখে পড়ে না। এরপর ৭ই আগস্ট মুম্বইতে অখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভায় ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের প্রস্তাবনা আসে। ৮ই আগস্ট রাত দশটায় প্রস্তাবনা পাশ হয় আর ৯ই আগস্ট কংগ্রেসের বড় অংশের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’ ডাক ভারত জুড়ে নতুন করে সাড়া ফেলে দেয়, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সমেত একের পর এক প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারীর পর এই আন্দোলনের রাশ দলের হাতে থাকে না।

একের পর এক অভিযান ব্যর্থ হলেও আন্দোলনের ঝাঁঝ এতটুকুও কমলো না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু হল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ। কিন্তু বিধি বাম, ১৬ই অক্টোবর ভয়াবহ সাইক্লোনে বিপর্যস্ত হল গোটা জেলা। জমির ফসল, ঘরবাড়ি এমন কি একাধিক প্রাণহানির ঘটনা বিপ্লবীদের বিভ্রান্ত করে তুলল। এরই মধ্যে সমান তালে চলল ইংরেজ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অত্যাচার। রাতের অন্ধকারে বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে চলতো লুঠতরাজ, মহিলা দের ওপর শারীরিক নিগ্রহ। এরই মধ্যে অতি গোপনে বিপ্লবীরা গ্রামবাসীদের সাথে যোগাযোগ করে সংগঠিত করার কাজ শুরু করে দিলেন। লক্ষ্য স্থির, নির্ভুল রণনীতি, শুধুমাত্র আদেশের অপেক্ষা। এবার এলো সেই ঐতিহাসিক রাত, ১৯৪২ এর ১৭ই ডিসেম্বর, দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের মহেন্দ্রনাথ দলুইয়ের দোকান ঘরের দোতলার গোপন ডেরায় প্রতিষ্ঠা হল ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’। অনেক প্রাণ, অনেক রক্ত, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিশ্বজুড়ে বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক অনাবিল স্বাধীনতার স্বাদ। পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেটে গেল প্রায় এক মাস ন দিন, অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২৬ জানুয়ারি ‘বিপ্লবী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল নতুন এই জাতীয় সরকারের উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যত কর্মসূচি।

জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং সুশীল কুমার ধাড়ার নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিদ্যুত বাহিনী। অত্যন্ত পারদর্শী এই বাহিনী একাধিক সংঘর্ষে ইংরেজ পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষমও হয়েছে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিদ্যুত বাহিনীকেই জাতীয় বাহিনী ঘোষণা করা হয়। একই সাথে মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয় ‘ভগিনী সেনা’। এই দুই সেনাবাহিনী এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকেন সুশীল কুমার ধাড়া। অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের অধীনে থাকে স্বরাষ্ট্র এবং অর্থ। সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের হাতে ছিল বিদেশনীতি এবং যুদ্ধ। এ ছাড়াও আইন, খাদ্য ইত্যাদি দপ্তরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় একাধিক যোগ্য বিপ্লবী দের হাতে।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ‘এর লক্ষ্য অনেকটা সুদুরপ্রসারী হলেও গতিপথ ছিল সংক্ষিপ্ত । একের পর এক যোগ্যতম নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারী, বিশেষ করে তেতাল্লিশের মন্বন্তর জাতীয় সরকারের গতিকে অনেকটাই স্লথ করে তোলে। অবশেষে মাত্র দু বছরের ব্যবধানে মহাত্মা গান্ধীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৪৪ এর ২৭শে আগস্ট সুশীল কুমার ধাড়া তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের যাবতীয় কাজ বন্ধের বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেন।

সম্পাদকীয়

অফিসিয়াল টেকনিক্যাল ত্রুটির জন্য বয়স্ক মানুষদের এভাবে শাস্তি দেওয়া যায় না

ট্রেনে, বাসে যাতায়াতেও বিশেষ ছাড় চালু ছিল একসময়। রেলভ্রমণে সিনিয়র সিটিজেনদের বিশেষ ছাড় মোদি সরকারের সৌজন্যে চৌপাট হয়ে গিয়েছে। করোনাকালে ব্যয়সঙ্কোচ নীতি নিয়ে কিছু ছাড় সরকার প্রত্যাহার করে নেয়। তার মধ্যেই ছিল রেলভ্রমণের ভাড়ায় প্রবীণদের জন্য কিছু ছাড়ের বিষয়টি। করোনা বিদায় নেওয়ার পরেও সরকার বয়স্কদের ওই সামান্য আর্থিক সুবিধা আর ফেরায়নি, অদূর ভবিষ্যতে ফেরানো হবে এমনটাও শোনা যায়নি সরকারের কোনও মহল থেকেই। বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যনিধি তহবিল (ইপিএফ) চালু আছে। ওই তহবিলে জমার জন্য কর্মচারীর বেতন থেকে প্রতি মাসে কিছু টাকা কেটে নেওয়া হয় এবং মালিকের তরফেও দেওয়া হয় কিছু টাকা। জমাকৃত অর্থের একটি অংশ সরাসরি সরিয়ে রাখা হয় পেনশন ফান্ডের জন্য। পেনশন বলতে সাধারণভাবে মানুষ সেই পরিমাণ অর্থকেই বুঝে থাকে যা দিয়ে একটি অবসরপ্রাপ্ত দম্পতি ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে পারেন; প্রতিমাসের খাদ্য, পোশাক, বাড়িভাড়া, চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি চলতে পারে। কিন্তু ইপিএস-৯৫ স্কিম থেকে সংশ্লিষ্ট পরিবার বাস্তবে যা পেয়ে থাকে তা নির্মম রসিকতাই। কারণ মাসিক পেনশনের পরিমাণ সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা এবং বহু পেনশনভোগীর অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকারও কম জমা পড়ে! অগ্নিমূল্যের বাজারে এই টাকায় যে চায়ের জলও গরম হতে পারে না তা একটি শিশুও জানে। তবু এই ধ্যাষ্টামো চলছে বছরের পর বছর। ইপিএস পেনশন বৃদ্ধির দাবিতে দেশজুড়ে লাগাতার আন্দোলন করছে ন্যাশনাল অ্যাজিটেশন কমিটি। চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং ভদ্রস্থ অঙ্কের পেনশনের দাবিতে তাঁরা সরব। মোদি সরকার এই ব্যাপারে যে টালবাহানা করে চলেছে তা সবদিক থেকে নিন্দনীয়। এর প্রতিবাদে ৪ আগস্ট দিল্লিতে শ্রম মন্ত্রকের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসার কর্মসূচি নেয় ওই সংগঠন। কিন্তু আন্দোলনকারী প্রবীণ নাগরিকদের সেখানে পৌঁছতেই দেয়নি দিল্লির পুলিস। তার আগেই আটকে দেওয়া হয় তাঁদের। এখানেই ক্ষান্ত দেয়নি অমিত শাহের পুলিস;বয়স্ক অশক্ত মানুষগুলিকে তারা গলাধাক্কাও দেয়। প্রাক্তন সেনাকর্তা অশোক রাউতকে জামার কলার ধরে হেনস্তা করা হয়। এই বেনজির নিগ্রহের ঘটনায় বিস্মিত সারা দেশ। এর প্রেক্ষিতে ৭ আগস্ট সোমবার দেশজুড়ে ধিক্কার কর্মসূচি পালন করা হয় অ্যাজিটেশন কমিটির তরফে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরপরও সরকারের হেলদোল নেই। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে এখানকার প্রবীণ নাগরিকসহ দুর্বল শ্রেণির নরনারীকে কিছু আর্থিক সুরাহা দিয়ে থাকে। তার মধ্যে রয়েছে বার্ধক্যভাতা। রাজ্য এবং কেন্দ্রের কন্ট্রিবিউশন মিলিয়ে প্রতিমাসে মাথাপিছু তাঁদের এক হাজার টাকা প্রাপ্য। বার্ধক্যভাতার জন্য কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের কোটা ২০ লক্ষ ৬৭ হাজার। এই হিসেবেই কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ অর্থ নবান্ন পেয়ে থাকে। কিন্তু হঠাৎ বেঁকে বসে কোটা ছেঁটে দিয়েছে দিল্লি;এবার থেকে বাংলার কোটা হবে ১৯ লক্ষ ৭১ হাজার। অর্থাৎ এরাজ্যের প্রায় এক লক্ষ বয়স্ক ব্যক্তিকে আর এই ভাতা দেওয়া হবে না! কী তাঁদের অপরাধ? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার যোগ নেই। হতেই পারে, কিন্তু তার সব দায় এই অতিদুর্বল মানুষগুলির নয়। আধার নামক জট কেন্দ্রের কত বড় ব্যর্থতা তা বহু নাগরিকই জানেন। একটি অফিশিয়াল টেকনিক্যাল ত্রুটির জন্য এই মানুষগুলিকে সরাসরি শাস্তি দেওয়া যায় না। এটি অত্যন্ত অন্যায় ও অমানবিক কাজ।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীল শেট্টি

১৯৫২ বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ সীতারাম ইয়েচুরির জন্মদিন।
১৯৮৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৯৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সারা আলি খানের জন্মদিন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে নদিয়ার বগুলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে নদিয়ার বগুলা। এর আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এরকম ঘটনা ঘটেছে কিন্তু তার প্রকৃত বিচার পাইনি কেউ। নদিয়ার বগুলার স্বপ্নদীপের মৃত্যুর পর গোটা গ্রাম চাইছে সঠিক তদন্ত করে দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ১টা বেজে ২০ কলকাতা পুলিশের কনভয় স্বপ্নদীপের নিথর দেহ নিয়ে পৌঁছল বগুলার স্বপ্নদীপের বাড়ি মায়ের আঁচলের সামনে। গ্রামের কৃতি সন্তানকে শেষবারের মতো দেখার জন্য অসংখ্য মানুষ তখন ঠায় দাঁড়িয়ে রাস্তায়। কাচের মৃতদেহর গাড়ি থেকে স্বপ্নদীপের দেহ বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নার রোল। বাবা রামপ্রসাদ কুণ্ডু বারংবার অভিযোগ করছিলেন ছেলেটিকে রড দিয়ে মারা হয়েছে। সারা শরীরে নাকি তেমনই চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। তাহলে কি সত্যিই র‍্যাগিংয়ের শিকার স্বপ্নদীপ তা নিয়ে উঠে এসেছে একাধিক প্রশ্ন।

অধীর চৌধুরীকে লোকসভা চলাকালীন সাসপেন্ড, প্রতিবাদ মিছিল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করেন লোকসভার স্পিকার। কংগ্রেসের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে লোকসভা চলাকালীন সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের প্রতিবাদ।

সারা দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ জুড়েও শুরু হয়েছে কংগ্রেস কর্মীদের প্রতিবাদ। প্রতিবাদের আঁচ এসে পড়েছে পানাগড় বাজারেও। শুক্রবার পানাগড় বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পানাগড় বাজারে একটি প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল কাঁকসার মাছ বাজার থেকে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড় পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে কাঁকসার মাছ বাজারের কাছে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভের জেরে পুরাতন জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। এরপর কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঘটনার প্রতিবাদে পথসভা করেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, ব্লকের কার্যকরী সভাপতি মোজাম্মেল হক, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা, ত্রিলোকচন্দ্রপুর অঞ্চলের সভাপতি শফিকুল রহমান সহ অন্যান্যরা।

আরামবাগে স্কুলে সাপের আনাগোনা, আতঙ্কে পড়ুয়ারা যেতে চাইছে না

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চারদিকে লতাপাতা আর ইটের পাঁজা। এতেই এলাকায় গড়ে উঠেছে সাপেদের নিরাপদ আস্তানা। আর তারা যখন-তখন স্কুলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে বলে দাবি। আরও দাবি, বিষধর বড়াচিতি, চন্দ্রবোড়া সহ বিভিন্ন ধরনের সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্লাসরুমে। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুলে। ঘটনাটি আরামবাগের গোপালদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। স্কুলের চারপাশ পরিষ্কার না রাখার কারণে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন শিক্ষক থেকে ছাত্রছাত্রীরা। জানা যায়, বেশ কয়েকদিন ধরে সাপের উপদ্রব বেড়েই চলছে, বিদ্যালয় চত্বরে যে কোনও সময় ঘটতে পারে বড় বিপদ। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভয়ে স্কুল পাঠাচ্ছেন না অভিভাবকরা।

এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষক জানান, বেশ কয়েকদিন ধরে স্কুল চত্বরে লতাপাতা সহ নোংরা আবর্জনা ভরে গিয়েছে। তার জেরে প্রতিদিন সাপের উপদ্রব বাড়ছে। যার কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষের ক্লাস করতে সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাদের দাবি, প্রশাসন যেন দ্রুত পদক্ষেপ করে।

উল্লেখ্য, স্কুলে প্রায় দিন ক্লাসে ঢুকে পড়ছে বিষধর সাপ। যার কারণে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। কিছুদিন আগে চন্দ্রবোড়া সাপ স্কুলের ক্লাসরুমে চলে আসে। প্রাণ বাঁচাতে তড়িঘড়ি ওই সাপটিকে দুই শিক্ষক মিলে মেরে ফেলে। বড় বিপদের হাত থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণে বেঁচেছে।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শেওড়াফুলিতে খাদিম ইন্ডিয়ার নতুন স্টোরের উদ্বোধন

বনস্পতি দে

শেওড়াফুলি: পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে খাদিম ইন্ডিয়া লিমিটেড ঘরোয়া ও সাশ্রয়ী মূল্যের ফ্যাশন ফুটওয়ার ব্র্যান্ড শেওড়াফুলিতে তার নতুন স্টোর চালু করল। খাদিম পশ্চিমবঙ্গেব বিভিন্ন কৌশলগত বাজারে আরও স্টোর লঞ্চের মাধ্যমে তার রিটেল স্টোরের উপস্থিতি জোরদার করতে আগ্রহী, চাতরা জিটি রোড

বউবাজার শেওড়াফুলিতে অবস্থিত স্টোরটি সব ধরনের অনুষ্ঠানের পুরো পরিবারের জন্য ট্রেন্ডি স্পোর্টস এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্যের সম্ভার নিয়ে তৈরি আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষে আরও কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে খাদিম শেওড়াফুলিবাসীদের জন্য সুলভ মূল্যে তাদের বিশেষ পুজো স্পেশাল জুতো অ্যাক্সেসরিজের সম্ভার সাজিয়ে তাদের চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এসেছে। এটি ফুটওয়ার এবং অ্যাক্সেসরিজের বিভাগে নতুন স্টাইলিশ টেকসই এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্যসামগ্রীর জন্য ওয়ান স্টপ শপ গন্তব্য হিসেবে কাজ করবে। এটির প্রাথমিক ব্র্যান্ড খাদিম এবং সাব ব্র্যান্ড যেমন ব্রিটিশ ওয়াকার্স লেজার্ড টার্ক স্যারন কিওপ্র বর্ণিতো ইত্যাদির বিভিন্ন ধরনের জুতোর জন্য পুরুষ মহিলা ও শিশুদের আলাদা বিভাগ আছে। স্টোর লঞ্চের বিষয়ে খাদিম ইন্ডিয়ার সিইও শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী বলেন, 'আমরা শেওড়াফুলিবাসীদের জন্য আমাদের স্টাইলিশ রেঞ্জের পণ্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখেছি। তাই আমরা তাদের সুবিধা মতো আমাদের পণ্যসামগ্রী তাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের নতুন স্টোরে আসন্ন উৎসবের মরশুমে গ্রাহকদের জন্য জুতো এবং অ্যাক্সেসরিজের বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে। খাদিম সবসময় তার গ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষকদের সাশ্রয় মূল্যে পণ্যসামগ্রী উপলব্ধি করাতে সর্বদা প্রস্তুত এইসঙ্গে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে খাদিম এগিয়ে চলেছে।' ফিতে কেটে উদ্বোধন করা হয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা এবং খাদিম ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা।

তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ের তালিকা অগ্রাহ্য করে ভোটাভুটিতে সহকারী সভাপতি নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: গত বুধবার থেকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে যেমন পঞ্চায়েতের সম্ভাব্য প্রধান ও উপপ্রধানের একটি লিস্ট ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক একই ভাবে বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির সম্ভাব্য সভাপতি ও সহকারী সভাপতির নামের একটি লিস্ট যা তৃণমূলের জেলা কার্যালয় থেকে পাঠানো হয়েছিল, তা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর সম্প্রচারিত হয়। তা সত্ত্বেও শুক্রবার গলসি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে পুলিশের কড়া প্রহরায় যখন পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের কাজ শুরু হয়, তখন দেখা যায় অন্য এক চিত্র। বিডিও অফিসের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বোর্ড গঠনের কাজ শুরু হলে লিস্টে নাম থাকা সভাপতি পদপ্রার্থী আলপনা বাগদিকে ২৭ জন জয়ী প্রার্থী সমর্থন করেন। কিন্তু সমস্যার শুরু হয় সহকারী সভাপতি পদে দোলন দত্তকে সমর্থন করা নিয়ে। ১৯ জন জয়ী সদস্য সদস্যা দোলন দত্তের বদলে অনুপ চট্টোপাধ্যায়কে সহকারী সভাপতি পদে সমর্থন করেন। অবশেষে ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে ১৯-৮ ব্যবধানে জিতে গলসি ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত হন অনুপবাবু।

বোর্ড গঠন সেরে বেরোনোর সময় সহকারী সভাপতির লিস্টে নাম থাকা দোলন দত্ত দাবি করেন, ভোটাভুটির সময় তৃণমূলের গলসি ১ নম্বর ব্লকের যুব ও মহিলা সভাপতি দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে অনুপবাবুকে সমর্থন করেন, একই সঙ্গে শক্তি প্রদর্শন করে সকলকে ধমকে চমকে ভয় দেখিয়ে অনুপবাবুকে সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। এ বিষয়ে গলসি ১ নং ব্লকের যুব সভাপতি পার্থ মণ্ডল ও মহিলা সভাপতি ঝরনা দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। যদিও তাঁদের কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

তবে এদিকে ওই ১৯ জন জয়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যা ও কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বাধনহারা উচ্ছ্বাস দেখা যায় তাঁদের পছন্দের জয়ী প্রার্থী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি হওয়ায়। সবুজ আবির মেখে বাজনা বাজিয়ে দলীয় নেতৃত্বের নামে স্লোগান দিয়ে তাঁরা জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করে বিডিও অফিস থেকে স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে যান। উল্লেখ্য, এই ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির মোট সিট ২৭টি, যার মধ্যে তৃণমূলের দখলে ছিল ২৬টি ও সিপিএমের দখলে ১টি।

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN : L65993WB1983PLC035729
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, ই-মেল আইডি : kineticinvestments@yahoo.in ওয়েবসাইট : www.kineticinvestments.co.in

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৩,৬৬,০৭১	৬৪,৫১,৫৫৪	২,২৪,৮৮২	৮০,২৮,৯৯৩
২	মোট ব্যয়	৪২,৩৩,৩৮২	১৮,৩০,৫৯৫	১০,৩০,৯১৮	৬৯,৭৯,১৭১
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	(৩৮,৬৭,৩১১)	৪৬,২০,৯৫৯	(৮,০৬,০৩৬)	১০,৪৯,৮২২
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	(৩৮,৬৭,৩১১)	৪৬,২০,৯৫৯	(৮,০৬,০৩৬)	১০,৪৯,৮২২
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	(৩৮,৬৭,৩১১)	৪৬,২০,৯৫৯	(৮,০৬,০৩৬)	১০,৫০,৩১৯
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা)				
	ক) মূল	(৮.০৬)	৯.৬৩	(১.৬৮)	২.১৯
	খ) মিশ্র	(৮.০৬)	৯.৬৩	(১.৬৮)	২.১৯

দ্রষ্টব্য :
ক) ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in থেকে।

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৮৭৪৭৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.০৮.২০২৩

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, মেজানাইন ফ্লোর, নর্থ-ওয়েস্ট কর্নার, কলকাতা-৭০০ ০০১, দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com, ওয়েবসাইট: www.manaksia.com

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য কোম্পানির ৩৯তম (ঊনত্রিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') **২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.৩০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') সুবিধার মাধ্যমে হবে, যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলসসমূহ ও মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (''এমসিএ'') কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/ সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০ -এর সঙ্গে পঠিত সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/পি/ ২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ (যৌথভাবে ''সেবি সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখিত) -এর সঙ্গে পঠিত সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সময়ে সময়ে জারি করা হয়, এজিএম ডাকার নোটিসে নির্ধারিত ব্যবসা(গুলি) লেনদেরে জন্য। সদস্যরা কেবল ভিসি অথবা ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে বা যোগদান করেত পারবেন। ভিসি অথবা ওএভিএম -র সভায় যোগদানকারী সদস্যরা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম পূরণের উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য হবেন।

২. উপরোক্ত সার্কুলারগুলিকে মান্যতা দিয়ে এজিএম আহ্বানকারী নোটিস এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট-এর সফ্ট কপি ই-মেল যোগে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টসদের কাছে রেজিস্টার্ড। উপরোক্ত রিপোর্ট এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com; স্টক এক্সচেঞ্জগুলির অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com -তে।

৩. এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোন ফিজিক্যাল কপি কোন সদস্যকে পাঠানো হবে না। সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশ এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। তদনুসারে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, কোম্পানির এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণ করার কোনও বিধান করা হয়নি।

৪. কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড চূড়ান্ত ডিভিডেন্ড ১৫০ শতাংশ হারে (অর্থাৎ প্রতিটি ২ টাকার প্রাথমিক মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ৩.০০ টাকা) ঘোষণা করেছে আর্থিক বর্ষ ২০২২-২০২৩ সালের জন্য আসন্ন এজিএমতে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে। চূড়ান্ত ডিভিডেন্ড, আসন্ন এজিএমতে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনমোদিত হলে উৎসে কর কেটে নেওয়া সাপেক্ষে (টিডিএস)কোম্পানির সকল ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের যাদের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরিজ এর রেজিস্টারে সুবিধাভোগী মালিক হিসেবে নথিভুক্ত থাকবে ব্যবসায়িক লেনদেন সমাপ্ত হওয়ার তারিখ বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ অনুযায়ী যা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে রেকর্ড ডেট হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে।

৫. **ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি**
ক) বাস্তবিক আকারে যে সমস্ত শেয়ারধারকগণ তাঁদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার বা হালনাগাদ করেননি তাঁদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ (আরটিএ) কাছে kolkata@linkintime.co.in অথবা কোম্পানির কাছে investor.relations@manaksia.com -তে লিখে পাঠিয়ে রেজিস্টার/ হালনাগাদ করতে।
খ) ডিমেটারালাইজড আকারে শেয়ারধারীগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যদি তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার/হালনাগাদ না করিয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের স্ব-স্ব ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার/হালনাগাদ করিয়ে নিতে।

৬. **ই-ভোটিং -র মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :**
কোম্পানি এজিএম -এ সম্পাদনযোগ্য প্রতিটি সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং -এর সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। এছাড়াও এজিএম চলাকালীন সদস্যদের ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। ই-ভোটিং/রিমোট ই-ভোটিং -এর সম্পূর্ণ পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

৭. **ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্য ম্যানডেট রেজিস্টারের পদ্ধতি :**
সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের তথ্য রেজিস্টার/হালনাগাদ করিয়ে নেওয়ার জন্য :
(ক) তাঁদের স্ব-স্ব ডিপোজিটরের কাছে যাদের কাছে তাঁরা তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করেন, যদি ডিমেটিরালাজিড আকারে শেয়ার ধারণ করেন তাহলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে।
(খ) কোম্পানি/আরটিএ -এর ই-মেল আইডি investor.relations@ manaksia.com/kolkata@linkintime.co.in-তে ই-মেল করে, যদি ফিজিক্যাল আকারের শেয়ার ধারণ করেন তাহলে (১) সমর্থনকারী নথি সহ আইএসআর-১ ফর্ম জমা করুন। উল্লিখিত ফর্মটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https//www.manaksia.com/ forms.php এবং আরটিএ-এর ওয়েবসাইটে https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html পাওয়া যাচ্ছে। (২) স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি যাতে সদস্যদের নাম, ফলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর), ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম এবং ঠিকানা, আইএফএসসি, এমআইসিএর বিবরণ (৩) প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং (৪) বাতিল চেকের পাতা।
এব্যাপারে কোম্পানি যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারগণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন নেই তাঁদেরকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না, তাঁদেরকে ডিভিডেন্ড ওয়ার‍্যান্ট/চেক পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

৮. **বুক ক্লোজার :**
কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ (উভয় দিন সহ) যে সকল শেয়ারহোল্ডার যারা ফিজিক্যাল মাধ্যমে অধিকার করেন তাদের চূড়ান্ত ডিভিডেন্ড পাওয়া এবং কোম্পানির ৩৯তম এজিএমতে যোগদানের বিষয় নির্ধারণ উদ্দেশ্যে।

৯. **ডিভিডেন্ডে কর**
যেহেতু সদস্যগণ অবগত আছেন আয় কর আইন, ১৯৬১ অনুযায়ী এবং ২০২০ সালের সংশোধিত আর্থিক আইন অনুযায়ী কোম্পানি ডিভিডেন্ড প্রদান এবং বন্টন করবে ১ এপ্রিল ২০২০ পরবর্তী সময়ে করযোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এবং কোম্পানি প্রদান পরিমাণ ডিভিডেন্ড থেকে নির্ধারিত হারে উৎসে কর কেটে নেবে। টিডিএস এর হার সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের বসবাসের পর্যায় এবং তাদের দ্বারা দাখিলকৃত নথিতথ্যের ভিত্তিতে পার্থক্য হতে পারে।

১০. রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম -এর সময় ই-ভোটিং -এ যোগ দেওয়ার জন্য ও ভোট দেওয়ার পদ্ধতি জানার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম বিজ্ঞপ্তির সমস্ত টিকা, নির্দেশাবলী যত্নসহকারে পড়তে।

১১. ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিষয়ে কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন kolkata@linkintime.co.in তে অথবা কোম্পানির সাথে investor.relations@manaksia.com তে । অথবা ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফএকিউএস) শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পাওয়া যাবে ডাউনলোড সেকশনে www.evoting.nsdl.com অথবা ফোন করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা অনুরোধ পাঠান শ্রীমতি পল্লবি মাত্রে, ম্যানেজারকে evoting@nsdl.co.in তে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার কান্ডার
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০৮.২০২৩

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN : L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, ই-মেল আইডি : armchairinvestments@yahoo.in ওয়েবসাইট : armchairinvestments.co.in

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৩,৩১,৭৫৬	৫৪,৪৬,৩২৪	২,০৬,৩৯৮	৬৯,৮২,৭৯৯
২	মোট ব্যয়	৩৯,৭২,৮৬৮	১৪,৯৫,৯৪৫	৯,৪৬,৯১৭	৬০,২৫,৪১৮
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	(৩৬,৪১,১১২)	৩৯,৫০,৩৭৯	(৭,৪০,৫১৯)	৯,৫৭,৩৮১
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	(৩৬,৪১,১১২)	৩৯,৫০,৩৭৯	(৭,৪০,৫১৯)	৯,৫৭,৩৮১
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	(৩৬,৪১,১১২)	৩৯,৫০,৩৭৯	(৭,৪০,৫১৯)	৮,৬২,৬৬৪
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা)				
	ক) মূল	(৭.৫৯)	৮.২৩	(১.৫৪)	১.৮০
	খ) মিশ্র	(৭.৫৯)	৮.২৩	(১.৫৪)	১.৮০

দ্রষ্টব্য :
ক) ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in থেকে।

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৯৪০৬১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.০৮.২০২৩

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01113WB1990PLC050020
রেজিঃ এবং কর্পো. অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, সুইট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১
ই-মেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় (ইপিএস ব্যতীত))

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২
মোট আয় কার্যাদি থেকে	৪৯৮৪.৮২	২৩৮৪৬.৮৭	৭৪৩০.০৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব)	২১০.৯০	১২১৩.৭৩	৩১৫.৮২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী)	১৫৫.৮৪	৯০২.০১	২৩৮.৬৫
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১৫৫.৮৪	৯১২.৩৩	২৩৮.৬৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	৬,৭৩৫.৪৩	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)			
মৌলিক :	৫.১৩	২৯.৬৭	৭.৮৫
মিশ্রিত :	৫.১৩	২৯.৬৭	৭.৮৫

দ্রষ্টব্যঃ-
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.acknitindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
(খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১১.০৮.২০২৩ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
(গ) পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত এবং পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
শ্রী কৃষাণ সরাফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00128999

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০৮.২০২৩

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: আইডেল প্লাজা, ১১/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০
ই-মেল: financeho@reliancejute.com ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৯৯৩৫	৭২৪	৩০৪৭০
২.	কর পূর্ববর্তী নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	১০	(৬১৮)	(১০৮২)
৩.	কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	৩	(৬১৮)	(১০২০)
৪.	কর পরবর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি)	৩	(৬১৮)	(১০২২)
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৯	২৫৯	২৫৯
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	৩	(৪৯৩)	(৮৮৭)
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত			(৪১০৬)
৮.	সাধারণ শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) মূল ও মিশ্রিত (টাকা):	০.১৩	(২৩.৮৪)	(৩৯.৪৬)

দ্রষ্টব্য- ১) উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.reliancejute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ অগস্ট, ২০২৩

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Shalimar Wires Industries Limited
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩
টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ই-মেল : kejriwal@shalimarwires.com, ওয়েবসাইট: www.shalimarwires.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৬/২০২৩) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৬/২০২২) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৩) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,১৬০.৬৬	২,৮৪৯.৯৪	১২,০৭৯.৯৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৯৩.৮৯	৫.২৩	৫১.৬৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৯৩.৮৯	৫.২৩	৬৫২.৯২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৯৩.৮৯	৫.২৩	৬৫২.৯২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৯৩.৮৯	৫.২৩	৬৩৭.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো	-	-	২,৪০১.৭৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি)			
	মৌলিক :	০.২২	০.০১	১.৫৩
	মিশ্রিত :	০.২২	০.০১	১.৫৩

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের ফর্ম্যাট ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ) -তে পাওয়া যাবে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961

কলকাতা
১১ অগস্ট, ২০২৩

খানাকুলে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে চলল বোমা ও গুলি, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে শুক্রবার ছিল বোর্ড গঠন। সেই বোর্ড গঠনে কেন্দ্র করে ইট বৃষ্টি সঙ্গে চলো বোমা ও গুলি। সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে পড়ল খানাকুল। সেই সংঘর্ষের মাঝেই বোর্ড গঠন সম্পন্ন হয়ে প্রধান হন তৃণমূলের বাদশা শাহ আর উপ-প্রধান হন মিতা দাস। তৃণমূল ৯ টি ও বিজেপি ৮ টি আসনে জয় লাভ করে। কিন্তু এরপরেও চলে গুলি বোমা। ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন খানাকুল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ভাঙচুর করা হয় সরকারি আধিকারিকদের গাড়ি। ওই পঞ্চায়েতের পাশেই থাকা স্কুলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অসুস্থ হয়ে পড়েন স্কুল ছাত্রীরা। স্কুল ছাত্রীদের তড়িঘড়ি খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনাই বিজেপি তৃণমূল উভয়েরই কর্মীরা আহত হয়েছে বলেই জানা গেছে। খানাকুলের অনন্তনগরেও ভাঙচুর করা হয় বাড়ি থেকে আরম্ভ করে দোকান। উদ্ধার হয় তাজা বোমা। সেই যুদ্ধ পরিস্থিতিকে সামাল দিতেই খানাকুল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মোট ১৭ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৮টি, তৃণমূল ৮টি এবং সিপিএম ১ টি আসন পায়। ভোটাভুটি শুরু হলে সিপিএম তৃণমূলকে সমর্থন করলে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। তারপরেই শুরু হয় বোমাবাজি। অপরদিকে খানাকুলের রামমোহন ১ নম্বর পঞ্চায়েতের সামনে জমায়েত হয় বিজেপি ও তৃণমূলের। আর সেই জমায়েত থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয় বিজেপির দলবল বলে অভিযোগ। এলাকা ছাড়া করে দেওয়া হয় তৃণমূলের কর্মীদের। মারধর করা হয়। আহত হয় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। যদিও পাল্টা বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল বহিরাগত লোক নিয়ে অশান্তি করতে আসে। তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এলাকার মানুষ নিয়ে। গোটা ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা খানাকুলের রামমোহন ১ নম্বর পঞ্চায়েত চত্বরে। জানা গিয়েছে, এই পঞ্চায়েতে বিজেপি ও তৃণমূল ৯ টি করে আসন পেয়ে ড্র হয়। তারপর শুরু হয় টস। তার পরেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। এই বিষয়ে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বলেন, প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল অশান্তি করছে। বিভিন্ন জায়গায় বোর্ড গঠনের বোমা বাজি ও গুলি চালাচ্ছে তৃণমূল। আমরা এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেছি। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি স্বপন নন্দী বলেন, বিজেপি সব অশান্তি মূলে রয়েছে। বাংলার শান্ত এলাকা অশান্ত করছে। বাংলার সুনাম নষ্ট করার জন্য এই সব করছে। সাধারণ মানুষ উপযুক্ত জবাব দেবে। অন্যদিকে এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডলকে বার বার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেনি। কিন্তু বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। গতানুগতিক ভাবে অভিযোগ না পেলে কোনও ব্যবস্থা নয়। এই দায়সারা কথা বলে বিষয় উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ বলে অভিযোগ বিরোধীদের। তাদের দাবি, পুলিশকে সামনে রেখেই সন্ত্রাস করা হয় খানাকুলে। সবমিলিয়ে অনেকে কষ্টে খানাকুলের এক নম্বর অঞ্চল ও রামমোহন এক অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ।

সূর্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড
CIN : L65921WB1980PLC033204
রেজি অফিস : ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০০১ ভারত
ইমেল : slj2200@gmail.com
৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত
(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	-	৩.৯৩	৭.৯৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১.৫৬	২.৮৯	৬.২৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১.৫৬	২.৮৯	৬.২৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১.৫৬	২.৮৯	৪.৬১
৫	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	১.৫৬	২.৮৯	৪.৬১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)			
	মূল :	০.৭৮	১.৪৫	২.৩১
	মিশ্র :	০.৭৮	১.৪৫	২.৩১

দ্রষ্টব্য :
ক) উক্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট http://suryaindustrialdevelopments.in.net থেকে পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
সত্য নারায়ণ সুরেকা
(ডিন - ০০৫৬৭১৩৯)
ডিরেক্টর

তারিখ : ১১.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে টাকিকে পর্যটনের মানচিত্রে আনার প্রস্তুতি, পরিদর্শন আধিকারিকদের

সুমন তালুকদার

টাকি: পর্যটনের মানচিত্রে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের টাকির নাম আগেই ছিল। এবার তার মান রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ তথা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লক্ষ্যেই শুক্রবার টাকি পরিদর্শন করলেন রাজ্য ও জেলা পর্যটন দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকেরা। এদিন প্রথম পর্যায়ের পরিদর্শনে ছিলেন রাজ্য পর্যটন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর অর্জুন, জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি, এডিএম বসিরহাট ডঃ প্রীতি গোয়েল, ডিএফও রাজু সরকার জেলা টুরিজমের ওসি মানস চক্রবর্তী, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখার্জি সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এদিন পুরো টাকি ঘুরে দেখেন সকলে। এবং সেখানেই প্রাথমিক আলোচনা হয় আরও কি ভাবে টাকিকে সাজিয়ে পর্যটনে আন্তর্জাতিক মানের করা যায়। সে ক্ষেত্রে বেশকিছু পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক সপ্তর্ষি ব্যানার্জি জানান, মূলত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এদিনের এই পরিদর্শন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পর্যটনকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে চান। তারই একটি প্রধান অংশ করতে চান টাকিকে। সেক্ষেত্রে সুন্দরবন লাগোয়া টাকিতে একাধি ট্রি হাউজ অর্থাৎ গাছ বাড়ি, ওয়াটার স্পোর্টস রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি, ইছামতি নদীর পাড়ে কিছু অত্যাধুনিক রিসর্ট সহ পর্যটনের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পুরপ্রধান সোমনাথ মুখার্জি বলেন, আমরা মিনি সুন্দরবনকে ডিয়ার পার্ক করার প্রস্তাবের পাশাপাশি জঙ্গলের মধ্যে কিছু রিসর্ট বানানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এগুলো সম্পন্ন হলে টাকিতে পর্যটকের ঢল নামবে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে।

ফুলবাড়িয়া পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করল তৃণমূল, পঞ্চায়েত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে বেরল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিজেপি ও নির্দলকে সঙ্গে নিয়ে ফুলবাড়িয়া পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে হেরে ভূত কংগ্রেস এবং সিপিএম জোট। শুক্রবার দুপুরে ইংরেজবাজার ব্লকের ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল দলের সমর্থনে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করে শাসকদল, পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন জাহিদুল শেখ। যদিও এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনই ছিল তৃণমূলের দখলে। বাকি একটি করে আসন পেয়েছিল কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি এবং নির্দল। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হওয়ার আগে থেকেই বিরোধী দলের ৪ পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের একাংশ নির্বাচিত সদস্যকে নিয়েই বোর্ড গঠনের আশা জিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বিরোধীদের ষড়যন্ত্র এবং কৌশলী রাজনীতিতে জল ঢেলে দিয়েছে ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যরা। একক সংখ্যা গরিষ্ঠতায় ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন দুপুরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হওয়ার পর থেকেই আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা। শুরু হয় সবুজ আবির খেলা। তারপরেই তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল শেখের গলায় মালা পরিয়ে বিশাল র‍্যালিও করা হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২টি আসনের মধ্যে ৮টি আসন দখলে রয়েছে তৃণমূলের। কিন্তু বিরোধী দলের নির্বাচিত সদস্যরা পরিকল্পনা করে এবং নানা প্রলোভন দেখিয়ে তৃণমূল দলেরই একাংশ নির্বাচিত সদস্যদের নিজেদের কাছে টানার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে তৃণমূল দলেরই নির্বাচিত সদস্যরা।

এদিন ব্লক প্রশাসনের উপস্থিতিতেই তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যরা হাত তুলে দলেরই নির্বাচিত সদস্য জাহিদুল শেখকে সমর্থন জানান এবং তাকেই পঞ্চায়েতের নিয়ম মেনে প্রধান করা হয়।

এদিন সকাল থেকে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের বিশাল বাহিনী ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে মোতায়েন করা হয়েছিল। যেকোনো ধরনের অপ্রতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল র‍্যাফ এবং কমব্যাকট ফোর্স। যদিও সুষ্ঠুভাবে এদিন ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হয়। ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদ্য তৃণমূল দলের প্রধান জাহিদুল শেখ জানিয়েছেন, বিরোধীদের ষড়যন্ত্র এখ ানে কোনওরকম কাজ করেনি। অনেকভাবেই রাম-বাম একজোট হয়ে চেষ্টা করেছিল এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে বিপাকে ফেলার। কিন্তু দলের নির্বাচিত সদস্যরা প্রত্যেকেই সমর্থন জানিয়ে বোর্ড গঠন করেছে। গ্রামীন এলাকার সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য তৃণমূল সরকার বরাবরই কাজ করে এসেছে। ফলে বিরোধীদের এখানে কোনওরকম ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা ধোপে টিকেনি। এদিকে ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল দলের বোর্ড গঠন হওয়ার পর পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল শেখকে ধন্যবাদ জানিয়েছে দলের জেলা নেতৃত্ব এবং তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী।

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED
adventz
CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023
(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2023 Unaudited	Quarter ended 31/03/2023 Audited	Quarter ended 30/06/2022 Unaudited	Year Ended 31/03/2023 Audited
1	**Income from operations**				
	a) Interest Income	86.23	96.90	95.51	386.12
	b) Rental Income	307.87	13.69	13.70	44.51
	Total Income from operations (net)	394.10	110.59	109.21	430.63
2	**Expenses**				
	a) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-
	b) Employees benefit expenses	20.65	30.97	18.42	103.82
	c) Depreciation and amortisation expense	0.90	1.38	0.92	4.63
	d) Other expenditure	19.00	39.29	7.45	67.83
	Total expenses	40.55	71.64	26.79	176.28
3	Profit from Operation before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	353.55	38.95	82.42	254.35
4	Other Income	10.40	24.16	(0.33)	52.78
5	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4)	363.95	63.11	82.09	307.13
6	Finance costs	-	-	-	-
7	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6)	363.95	63.11	82.09	307.13
8	Exceptional Items	-	-	-	-
9	**Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (7-8)**	363.95	63.11	82.09	307.13
10	Tax Expenses	-	67.32	-	67.32
11	**Net Profit from Ordinary Activities after Tax (9-10)**	363.95	(4.21)	82.09	239.81
12	Extraordinary Item (net of tax expense Rs...........)	-	-	-	-
13	**Net Profit/(Loss) for the period (11-12)**	363.95	(4.21)	82.09	239.81
14	**Other Comprehensive Income/(Loss)**				
	Items that will not be reclassified to profit or loss	1,859.14	(944.60)	(249.52)	(431.84)
	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	(425.37)	216.12	57.09	98.80
15	**Total Comprehensive Income for the period**	1,797.72	(732.69)	(110.34)	(93.23)
16	Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78
17	Reserves excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	6,120.68
18	Earning per Share (EPS)				
	a) Basis and diluted EPS before Extraordinary items (not annualised)	6.47	(0.07)	1.46	4.26
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items (not annualised)	6.47	(0.07)	1.46	4.26

Notes :
1. The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 11th August, 2023/
2. In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3. The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4. Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
5. Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided.
6. Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
7. Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court and the Company deposited a sum of Rs. 25 lakhs and is also remitting cheque of Rs.25000/- p.m. to KPT.
The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against them in District Court for which Decree had been obtained and appeal filed by the tenant in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off. The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant. A sum of Rs. 297.60 Lakhs (excluding GST) further has been received by the Company in the current quarter as arrear rent upto 15th June, 2021 from the Registrar General of Court as per direction of the Court against the recovery suit filed by the Company.
8. Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. A tenant to whom it is subleased has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. No rental income or expenses have been accounted for.
9. In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof. Management feels it is prudent not to account for, until receipt.
10. Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Segment wise Standalone Revenue, Results and Capital Employed for the quarter ended 30th June, 2023
(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2023 Unaudited	Quarter ended 31/03/2023 Audited	Quarter ended 30/06/2022 Unaudited	Year Ended 31/03/2023 Audited
1	Segment Revenue				
	a) Investments Activities	96.63	121.07	95.51	438.25
	b) Rental Activities	307.87	13.69	13.70	44.51
		404.50	**134.76**	**109.21**	**482.76**
2	Segment Results				
	a) Investments Activities	96.62	114.22	95.16	431.39
	b) Rental Activities	297.68	6.31	12.27	27.70
		394.30	120.53	107.43	459.09
	Less : Unallocable Expenses	30.35	57.42	25.34	152.62
		363.95	63.11	82.09	306.47
	Add : Unallocable Revenue	-	-	-	0.66
		363.95	**63.11**	**82.09**	**307.13**
3	Segment Assets				
	a) Investments Activities	11,891.51	9,486.12	9,710.28	9,486.12
	b) Rental Activities	48.19	58.46	44.77	58.46
	c) Unallocable	78.79	259.84	54.77	259.84
		12,018.49	**9,804.42**	**9,809.82**	**9,804.42**
4	Segment Liabilities				
	a) Investments Activities	13.29	13.29	13.29	13.29
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,499.28	2,495.69	2,484.65	2,495.69
		2,569.30	**2,565.71**	**2,554.67**	**2,565.71**

Place : Kolkata
Dated : 11th August, 2023

Piyush Khaitan
Director
(DIN No. 00348151)

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED
adventz
CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023
(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2023 Unaudited	Quarter ended 31/03/2023 Audited	Quarter ended 30/06/2022 Unaudited	Year Ended 31/03/2023 Audited
1	**Income from operations**				
	a) Interest Income	86.23	96.90	95.51	386.12
	b) Rental Income	307.87	13.69	13.70	44.51
	Total Income from operations (net)	394.10	110.59	109.21	430.63
2	**Expenses**				
	a) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-
	b) Employees benefit expenses	20.65	30.97	18.42	103.82
	c) Depreciation and amortisation expense	0.90	1.38	0.92	4.63
	d) Other expenditure	19.00	39.29	7.45	67.83
	Total expenses	40.55	71.64	26.79	176.28
3	Profit from Operation before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	353.55	38.95	82.42	254.35
4	Other Income	10.40	24.16	(0.33)	52.78
5	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4)	363.95	63.11	82.09	307.13
6	Finance costs	-	-	-	-
7	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6)	363.95	63.11	82.09	307.13
8	Exceptional Items	-	-	-	-
9	**Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (7-8)**	363.95	63.11	82.09	307.13
10	Tax Expenses	-	67.32	-	67.32
11	**Net Profit from Ordinary Activities after Tax (9-10)**	363.95	(4.21)	82.09	239.81
12	Extraordinary Item (net of tax expense Rs...........)	-	-	-	-
13	**Net Profit/(Loss) for the period (11-12)**	363.95	(4.21)	82.09	239.81
14	Share of Profit/(Loss) from Associate	8,658.65	(4,626.83)	(2.01)	(1,593.57)
15	**Net Profit/(Loss) for the period (13-14)**	9,022.60	(4,631.04)	80.08	(1,353.76)
16	**Other Comprehensive Income/(Loss)**				
	Items that will not be reclassified to profit or loss	1,859.14	(944.60)	(249.52)	(431.84)
	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	(425.37)	216.12	57.09	98.80
17	**Total Comprehensive Income for the period**	10,456.37	(5,359.52)	(112.35)	(1,686.80)
18	Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78
19	Reserves excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	33,323.01
20	Earning per Share (EPS)				
	a) Basis and diluted EPS before Extraordinary items	160.32 (not annualised)	(82.29) (not annualised)	1.42 (not annualised)	(24.05)
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items	160.32 (not annualised)	(82.29) (not annualised)	1.42 (not annualised)	(24.05)

Notes :
1. The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 11th August, 2023.
2. In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3. The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4. Investments in Associate namely "Adventz Finance Private Limited" has been accounted as per Equity Method as per IND AS 28.
5. Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
6. Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided.
7. Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
8. Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court and the Company deposited a sum of Rs.25 lakhs and is also remitting cheque of Rs.25000/- p.m. to KPT.
The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against them in District Court for which Decree had been obtained and appeal filed by the tenant in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off. The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant. A sum of Rs. 297.60 Lakhs (excluding GST) further has been received by the Company in the current quarter as arrear rent upto 15th June, 2021 from the Registrar General of Court as per direction of the Court against the recovery suit filed by the Company.
9. Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. A tenant to whom it is subleased has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. No rental income or expenses have been accounted for.
10. In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof. Management feels it is prudent not to account for, until receipt.
11. Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Segment wise Consolidated Revenue, Results and Capital Employed for the quarter ended 30th June, 2023
(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2023 Unaudited	Quarter ended 31/03/2023 Audited	Quarter ended 30/06/2022 Unaudited	Year Ended 31/03/2023 Audited
1	Segment Revenue				
	a) Investments Activities	96.63	121.07	95.51	438.25
	b) Rental Activities	307.87	13.69	13.70	44.51
		404.50	**134.76**	**109.21**	**482.76**
2	Segment Results				
	a) Investments Activities	96.62	114.22	95.16	431.39
	b) Rental Activities	297.68	6.31	12.27	27.70
		394.30	120.53	107.43	459.09
	Less : Unallocable Expenses	30.35	57.42	25.34	152.62
		363.95	63.11	82.09	306.47
	Add : Unallocable Revenue	-	-	-	0.66
		363.95	**63.11**	**82.09**	**307.13**
3	Segment Assets				
	a) Investments Activities	47,752.49	36,688.45	38,508.20	36,688.45
	b) Rental Activities	48.19	58.46	44.77	58.46
	c) Unallocable	78.79	259.84	54.77	259.84
		47,879.47	37,006.75	38,607.74	37,006.75
4	Segment Liabilities				
	a) Investments Activities	13.29	13.29	13.29	13.29
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,499.28	2,495.69	2,484.65	2,495.69
		2,569.30	2,565.71	2,554.67	2,565.71

Place : Kolkata
Dated : 11th August, 2023

Piyush Khaitan
Director
(DIN No. 00348151)

Ludlow লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৯, ভারত **CIN: L65993WB1979PLC032394**
দূরভাষ নং. ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২, **ফ্যাক্স নং.** ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩৩৩/৬৩৩৪
ইমেল: info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com

নোটিস

১. এতদ্দ্বারা নোটিশ দেওয়া যাচ্ছে যে, লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেডের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') অনুষ্ঠিত হবে **সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১১.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কমফারেন্সিং (ভিসি)/আদার ভিসুয়াল মিনস (''ওএভিএম'')**-এর মাধ্যমে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি ও তদধীন প্রণীত রুলস এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ কর্তৃক ইসুকৃত এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (''এমসিএ সার্কুলার'') কর্তৃক ইস্যু করা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী ২০২১ এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) কর্তৃক ইস্যু করা সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/ সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/ সিআইআর/পি/২০২১/১১, সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২, সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পিওডি২/২০২৩/৪, তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মে ২০২২, এবং ৫ জানুয়ারি ২০২৩ (''সেবি সার্কুলার'') -এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেমনটি এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে সেইমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য।
২. উপরোক্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৪৪তম এজিএম-এর নোটিস এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বিবরণ কেবল ইমেল-যোগে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হবে যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি বা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের (ডিপজিটরিজ) কাছে নথিবদ্ধ আছে। এমসিএ সার্কুলার ও সেবি সার্কুলার অনুসারে সদস্যরা কেবল (ভিসি)/ (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে ৪৪তম এজিএম এ যোগ দিতে পারবে। ৪৪তম এজিএম -এর নোটিস এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বিবরণ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com-তে এবং বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। নোটিশ আরও পাওয়া যাবে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদায়ক সংস্থা কর্তৃক অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড তথা www.evoting.nsdl.com থেকেও।
৩. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যরা অনুগ্রহ করে ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করবেন ৪৪তম এজিএম-এর নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/বা ৪৪তম এজিএম-এ ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে যোগদানের জন্য লগ ইন বিস্তারিত সুবিধা ই-ভোটিং, cs@ludlowjute.com বা mcssta@rediffmail.com-তে অনুরোধ পাঠিয়ে।
৪. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন/আপডেট করেনি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখে।
৫. আইনের ধারা ৯১ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত) এর বিধি ১০ অনুসারে তালিকাভুক্তির প্রবিধান ৪২-এর সাথে পঠিত, কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টারগুলি মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিনই) বন্ধ থাকবে এজিএমের উদ্দেশ্যে।
৬. ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি
ক) সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের ('ই-ভোটিং') মাধ্যমে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় তাদের ভোট(গুলি) দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
খ) ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের দূর থেকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ('রিমোট ই-ভোটিং') এবং যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিটি উল্লেখ করতে পারেন।
গ) ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট (গুলি) দেননি তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।
ঘ) ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগ ইন শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। ইমেইলের মাধ্যমে সদস্যদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে।
ঙ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেয়ার ধারণ করেন তিনি www.evoting.nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
চ) একই লগ ইন শংসাপত্রগুলি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রাজেশ কুমার গুপ্তা
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০৮.২০২৩

আমূল বদলের পথে ভারতের ফৌজদারি আইন

লোকসভায় তিনটি বিল পেশ

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: আমূল বদলের পথে পা বাড়াল ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা। বাদল অধিবেশনের শেষ দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়ে দিলেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংক্রান্ত আইন সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করা হচ্ছে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ভারতীয়করণের লক্ষ্যে শুক্রবার লোকসভায় তিনটি বিল আনেন শাহ।

লোকসভায় দাঁড়িয়ে শাহ বলেন, ‘ঔপনিবেশিক শাসনে এই আইনগুলি তৈরি হয়েছিল। তার মূল কারণ ছিল, ভারতের মাটিতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিকে আরও পাকাপোক্ত করা। এর বদলে আমরা নতুন আইন আনছি। ইংরেজদের তৈরি করা আইনের উদ্দেশ্য ছিল দণ্ড দেওয়া, ন্যায়প্রতিষ্ঠা নয়।’

শাহ জানিয়েছেন, ১৮৬০ সালের ‘ইন্ডিয়ান পেনাল কোড’, ‘ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড’ এবং ‘ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট’ বদলে হতে চলেছে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য। তিনটি বিলই স্ট্যান্ডিং কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।

শাহ জানিয়েছেন, রাষ্ট্রদ্রোহ আইন সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে রাষ্ট্রদ্রোহ কথাটি নেই। এটি ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা এবং অখণ্ডতাকে বিপন্ন করার জন্য ১৫০ নম্বর ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বর্তমানে, রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে সাজা হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে তিন বছরের জেলের সাজাও দেওয়া হয়। নয়া প্রস্তাবে তিন বছর জেলের সাজা হতে পারে।

গণপিটুনির ঘটনার ক্ষেত্রে তাকে হত্যার পরিভাষার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেখানে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থান, ভাষা, ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অন্য কোনও কারণে হত্যার ঘটনার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাসের সাজার সংস্থান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাজার সংস্থান রাখা হয়েছে সাত বছর। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড। এ ছাড়াও জরিমানাও করা হবে।

নয়া প্রস্তাবে ঘৃণা বা উস্কানিমূলক ভাষণকেও অপরাধের শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি ঘৃণা ভাষণ বা উস্কানিমূলক ভাষণ দেন, তা হলে তাঁর তিন বছরের জেলের সাজা প্রাপ্য। সঙ্গে রয়েছে জরিমানা। এ ছাড়া যদি কোনও ধর্মীয় সমাবেশে কোনও অংশ বা শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ভাষণ দেন, তাহলে পাঁচ বছরের সাজার সংস্থান রাখা হচ্ছে।

অধীরের সাসপেনশন তুলতে আসরে সোনিয়া, রাহুল, খাড়গেরা

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: দল তাঁকে গুরুত্ব দেয় না। একদিন আগেই অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবি ভাষণে কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর চৌধুরীকে খোঁচা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খোঁচা দিয়েছিলেন কংগ্রেসের বক্তা তালিকার শুরুতে অধীরের না থাকা নিয়েও। ঠিক তার পরদিনই দলে অধীরের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে আসরে নামলেন খোদ কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধি।

এমনকী, লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীর সাসপেনশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার বার্তা দিল তাঁর দল। শুক্রবার কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকের পরে সাংসদ মণীশ তিওয়ারি বলেন, ‘নরেন্দ্র মোদি সরকার গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করছে। এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানোর উপযুক্ত কারণ রয়েছে।’ বৃহস্পতিবার ‘অসংসদীয় আচরণে’র অভিযোগে অধীরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার। অধীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সময় বাধাদান করেছেন। এবং তাঁকে ‘নীরব মোদি’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমনকী নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমাও চাননি। কংগ্রেস মনে করছে, অধীরকে যেভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে সেটা অনৈতিক। ইতিমধ্যেই সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে সংসদের সচিবালয়ে চিঠি দিয়েছে কংগ্রেস।এদিন সকালে অধীরের সাসপেনশন নিয়ে রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসেন খোদ সোনিয়া গান্ধি। কংগ্রেসের সব সাংসদকে ডাকা হয়। পরে লোকসভার অধিবেশন শুরু হতেই সাসপেনশনের প্রতিবাদে হট্টগোল শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা। অন্য বিরোধী দলের সাংসদরাও সেই বিক্ষোভে শামিল হন। এমনকী রাজ্যসভায় খোদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বহরমপুরের সাংসদের ‘অনৈতিক’ সাসপেনশন নিয়ে সরব হন।

পিভিআর আইনক্স-এর উদ্যোগে আইম্যাক্স থিয়েটার

নয়াদিল্লি, ১০ অগস্ট: ভারতের সর্ববৃহৎ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে অন্যতম পিভিআর আইনক্স। এবার দিল্লির বসন্ত বিহারে বসন্তলোক কমপ্লেক্সের প্রিয়া সিনেমায় আইম্যাক্স থিয়েটার-খোলা হল। এই থিয়েটারে লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হবে। অত্যাধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে লেজার প্রোজেকশন এবং মাল্টি চ্যানেল সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে আইম্যাক্স থিয়েটারে চলচ্চিত্র প্রেমীরা বিনোদনের স্বাদ নিতে পারবেন। থিয়েটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পিভিআর আইনক্স-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর অজয় বিজলী, আইম্যাক্সের সিইও রিচ গেলফন্ড ও অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা।

হাওয়াইয়ের দাবানলে মৃত অন্তত ৫৩

হনলুলু, ১১ অগস্ট: প্রবল দাবানলে পুড়ছে হাওয়াই। মার্কিন দ্বীপের মাউয়িতে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মাউয়ি দ্বীপে বিপর্যয় ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইতিমধ্যেই মাউয়িতে মৃতের সংখ্যা ৫৩। তবে উদ্ধারকারীদের মতে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে। যদিও দ্বীপের ৮০ শতাংশ এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে বলে উদ্ধারকারীদের দাবি। হাওয়াইয়ের গভর্নর জানিয়েছেন, এই প্রদেশের ইতিহাসে এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় আগে কোনওদিন দেখা যায়নি।

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-05 OF 2023-24 (2nd Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply & Installation of 3 nos. submersible PUMP and other allied Electro-Mechanical work for Sinking of 3 nos. 300mm x 200mm dia 300 mtr. Deep Tube Well near the OHR of Zone-C,E,F within Basirhat Municipality Under AMRUT (Ph-I) e-Tender Start Date: **11/08/2023 at 9.00 AM.** and Closing Date: **31.08.2023 upto 6.00 PM.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for supply within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-551/ 2023-24 (Sl-1 to 9)	25/08/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer, Habra Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-77 to 81/23-24 Dated- 11-08-2023

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Burdwan, N 24 PGS, Malda, Hooghly and Alipurduar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **12-08-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **25-08-2023 before 6.00 pm** as per NIeT.

Dater: 11.08.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-11 of 2022-23 (3rd Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Feeding of WTP by lifting Raw Water from Water Bodies (Ponds / Dighi) within Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **11/08/2023 at 9.00 AM.** Pre Bid Meeting Date:**25.08.2023 at 12.30 AM.** Closing Date: **05.09.2023 at 6.00 PM.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

সংশোধনী

২০.০৭.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত দলিল হারিয়ে যাওয়া অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপনে, দলিল নং ২০১২ সালের ০৪৪৪৪০ এর পরিবর্তে ২০১২ সালের ০৪৪৪০ হিসাবে পড়তে হবে। যদি কোনও ব্যক্তি উক্ত হারিয়ে যাওয়া মূল দলিলটি খুঁজে পেয়ে থাকেন তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে অ্যাডভোকেট সান্তনু নন্দী, পান্ডুয়া- এর কাছে ফেরত দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN - L15122WB2007PLC162762

রেজিঃ অফিস : হায়াৎ রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬

ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/১৩৪৬, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৩৫, ৮২৪৬, ইমেল: investorrelations@ahleast.com; ওয়েসাইট: www.ahleast.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের (কিউ১) কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়, শেয়ার এবং শেয়ার প্রতি ডেটা ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২,১৮৯.১৭	৯,৩৭৬.১৩	২,১৭৪.৯১
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য ব্যতিক্রমী দফা ও কর পূর্ব	৩৮০.৫১	২,০৯২.১৭	২৩৯.১৭
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩৮০.৫১	৩,০৭৫.০১	১,২২২.০১
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২৮৩.০৪	২,৪৫২.৭৩	১,১০০.০০
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	২৮৫.৪২	২,০৪২.৭১	৬৮৩.৭২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭	১,১৫২.৭৮
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (উর্দ্ধর্তপত্রে প্রদর্শিত পূর্ববর্তী বছরের পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত)	১৮,৮৪৭.৭০	১৮,৫৬২.৩০	৬৮,২০১.৪৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য বিশেষ কার্যাদি পরবর্তী (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)			
	মূল :	১.৬৪	১৪.১৮	৯.৫৪
	মিশ্রিত :	১.৬৪	১৪.১৮	৯.৫৪

দ্রষ্টব্য -

১. স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা নিম্নরূপ : (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২,১৮৯.১৭	৯,৩৭৬.১৩	২,১৭৪.৯১
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৩৮২.০৮	৩,৩১০.১০	১,৫৯২.৭০
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	২৮৪.৬১	২,৬৮৭.৮২	১,৪৭০.৬৯
মোট ব্যাপক আয়	২৮৬.৯৯	২,২৭৭.৮০	১,০৫৪.৪১

২. উপরোক্তটি ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ১)-এর কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ahleast.com -তেও পাওয়া যাবে।

৩. ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ১)-এর স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে তাদের ১১ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়।

৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে।

৫. রিজেন্সি কনভেনশন সেন্টার অ্যান্ড হোটেলস লিমিটেডের (আরসিসি) ১০০ শতাংশ শেয়ার মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেডের (এমআইএএল) কাছে বিক্রি করে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অতিরিক্ত দফাগুলি লাভের প্রতিনিধিত্ব করে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশ অনুসারে
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ অগস্ট, ২০২৩

ব্লো সেলস এলএলপি
রেজিস্টার্ড অফিস : ৬৫/বি, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬
এলএলপিআইএন : এএইউ- ০২১৭

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ সম্পর্কিত, ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) সম্পর্কিত
এবং
ব্লো সেলস এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস ৬৫/বি, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট,৫মতল, কলকাতা - ৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
.....দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, “**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**” থেকে “**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**” রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের জন্য ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩(৩) ধারা অধীনে এলএলপি রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এক দরখাস্ত দাখিলের প্রস্তাব করছে।

যেকোনও ব্যক্তির এলএলপির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রেজিস্টার্ড ডাকে বা স্বয়ং রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ নিকট পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি এলএলপি’র উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ব্লো সেলস এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
পরশ হংসরাজভাই দেশাই
(ডেজিগনেটেড পার্টনার)
ডিপিআইএন : ০৭৩০২০২২
ঠিকানা : ৬৫/বি, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬

তারিখ : ১১.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

চিয়ারফুল ডিলট্রেড এলএলপি
রেজিস্টার্ড অফিস : ৬৫/বি, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬
এলএলপিআইএন : এএইউ- ০৮৪০

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ সম্পর্কিত, ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) সম্পর্কিত
এবং
চিয়ারফুল ডিলট্রেড এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস ৬৫/বি, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
.....দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, “**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**” থেকে “**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**” রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের জন্য ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩(৩) ধারা অধীনে এলএলপি রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এক দরখাস্ত দাখিলের প্রস্তাব করছে।

যেকোনও ব্যক্তির এলএলপির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রেজিস্টার্ড ডাকে বা স্বয়ং রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ নিকট পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি এলএলপি’র উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

চিয়ারফুল ডিলট্রেড এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
পরশ হংসরাজভাই দেশাই
(ডেজিগনেটেড পার্টনার)
ডিপিআইএন : ০৭৩০২০২২
ঠিকানা : ৬৫/বি, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬

তারিখ : ১১.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114; Tel No. - 033 2553-2909; Fax: 033 2553 1487

Tender Notice No. PM/PWD/IT/2023-2024/04 Tender ID. - 2023_MAD_556502_1 Bid Submission Start Date- 12-August-2023 1:00 PM. Bid Submission End Date-21-August-2023 05:00 PM. **Tender Notice No. PM/PWD/IT/2022-2023/017 (3rd Call) Tender ID.-2023_MAD_556560_1 to 2023_MAD_556560_4.** Bid Submission Start Date- 12-August-2023 1:00 PM. Bid Submission End Date-21-August-2023 05:00 PM. **Tender Notice No. PM/PWD/IT/2023-2024/01 (2nd Call) Tender ID. - 2023_MAD_556675_1 to 2023_MAD_556675_9.** Bid Submission Start Date-12-August-2023 1:00 PM. Bid Submission End Date-23-August-2023 05:00 PM. Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide contractors/firms/agencies having experience in civil work. Repairing & Renovation, Construction of Road, Drain, different types of works for different wards & Construction of Civil works, Ward no.-03, 05, 06, 12,17,22,27, 28,30,32,33,34 under Panihati Municipality. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**

Sd/ Executive Officer,
Panihati Municipality

5 STAR SUPER COLOUR
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY
5 STAR SUPER SHINE

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫; ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি পাবলিক নোটিস

১. এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যাদি নিস্পন্নের জন্য কোম্পানির ২২তম (বাইশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (“এজিএম”) **২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ৩.০০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (“ভিসি”)/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (“ওএভিএম”) সুবিধার মাধ্যমে হবে, যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলসসমূহ ও মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (“এমসিএ”) কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/ ২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০-এর সঙ্গে পঠিত সার্কুলার নং এসইবিআই/ এইচও/সিএফডি/ সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/ ২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ (যৌথভাবে “সেবি সার্কুলার” হিসাবে উল্লেখিত)-এর সঙ্গে পঠিত সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সময়ে সময়ে জারি করা হয়, এজিএম ডাকার নোটিসে নির্ধারিত ব্যবসা(গুলি) লেনদেনে জন্য। সদস্যরা কেবল ভিসি অথবা ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে বা যোগদান করেত পারবেন। ভিসি অথবা ওএভিএম -র সভায় যোগদানকারী সদস্যরা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম পূরণের উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য হবেন।

২. উপরোক্ত সার্কুলারগুলিকে মান্যতা দিয়ে এজিএম আহ্বানকারী নোটিস এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট-এর সফ্ট কপি ই-মেল যোগে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টসদের কাছে রেজিস্টার্ড। উপরোক্ত রিপোর্ট এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www. manaksiasteels.com; স্টক এক্সচেঞ্জগুলির অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com -তে।

৩. এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোন ফিজিক্যাল কপি কোন সদস্যকে পাঠানো হবে না। সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশ এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। তদনুসারে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশাবলীর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানির এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণ করার কোনও বিধান করা হয়নি। আরও, সদস্যরা যাঁরা তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস আরটিএ/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে রেজিস্টার করেননি তাঁরা সভায় যোগদান করতে অসমর্থ হবেন।

৪. **ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি**
ক) বাস্তবিক আকারে যে সমস্ত শেয়ারধারকগণ তাঁদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার বা হালনাগাদ করেননি তাঁদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ (আরটিএ) কাছে kolkata@linkintime.co.in অথবা কোম্পানির কাছে info.steels@manaksiasteels.com-তে লিখে পাঠিয়ে রেজিস্টার/ হালনাগাদ করতে।
খ) ডিমেটারালাইজড আকারে শেয়ারধারীগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যদি তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার/হালনাগাদ না করিয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের স্ব-স্ব ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার/হালনাগাদ করিয়ে নিতে।

৫. **ই-ভোটিং -র মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :**
কোম্পানি এজিএম -এ সম্পাদনযোগ্য প্রতিটি সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং -এর সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। এছাড়াও এজিএম চলাকালীন সদস্যদের ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। ই-ভোটিং/রিমোট ই-ভোটিং -এর সম্পূর্ণ পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

৬. **বুক ক্লোজার**
কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে কোম্পানির ২২ তম এজিএম উপলক্ষে।

৭. রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম -এর সময় ই-ভোটিং -এ যোগ দেওয়ার জন্য ও ভোট দেওয়ার পদ্ধতি জানার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম বিজ্ঞপ্তির সমস্ত টিকা, নির্দেশাবলী যত্নসহকারে পড়তে।

৮. ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিষয়ে কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন kolkata@linkintime.co.in তে অথবা কোম্পানির সাথে infomsl@manaksiasteels.com তে অথবা ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফএকিউএস) শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য এবং ই ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পাওয়া যাবে ডাউনলোড সেকশনে www.evoting.nsdl.com অথবা ফোন করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা অনুরোধ পাঠান শ্রীমতি পল্লবি মাত্রে, ম্যানেজারকে evoting@nsdl.co.in তে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০৮.২০২৩

OFFICE OF THE
KANDI PANCHAYAT SAMITY
P.O.-Kandi, Dist.-Murshidabad, West Bengal, PIN-742137
NIeT No. 09/KPS/SWM/2022-2023

eTender is hereby invited from bonafide supplier/firms/contractor/companies/ Engineering co-ope for supply of 9 nos. e-cart (Eco-Rickshaw) for different GP under Kandi Panchayat Samity and Tender Cost Rs.10.80 lakh of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity for the project of SWM.
All others details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

HOWRAH MUNICIPAL CORPORATION
Borough Committee-IV
82, Narasingha Dutta Road Howrah-711101

E-TENDER

NIT No: E-TN/001/A.E/Br-IV/23-24 **Date: 14.08.2023**

For details of N.I.T. please refer to notice board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhme.in & wbtenders.go.in.**
Bid submission starting date: **16/08/2023**
Bid submission closing date: **25/08/2023**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

ইওআই সম্প্রসারণ/বিনিয়োগ সুবিধা
তাঁতিয়া সঞ্জাউলিপার্কিংস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫ জুলাই ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংযোজন

(এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট উল্লেখ্য বিজ্ঞাপন আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানের জন্য(“ইওআই”) প্রস্তাব দাখিল পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস-তাঁতিয়া সঞ্জাউলিপার্কিংস প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য প্রকাশিত ২৫ জুলাই ২০২৩ তারিখ কলকাতায়-ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি),একদিন (বাংলা) এবং শিমলায়-যোগ মার্গ (ইংরেজি), হিমাচল দস্তক (হিন্দি) (“মেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট”)। ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ প্রধান বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট মতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত। অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে লিখিত প্রস্তাব পাঠাতে cirp.tantiasanjauliparkings@gmail.com নির্ধারিত ইওআই ফর্মে সর্বশেষ সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে নিয়ম এবং শর্তাদি মতে দাখিল করতে ।

দ্রষ্টব্য : আরপি এবং সিওসি সংরক্ষণ করেন অধিকার কোনও কারণ না দেখিয়েই প্রক্রিয়ার সময় এবং প্রক্রিয়া পরিবর্তণের কোনও দায়বদ্ধতা ব্যতীতই। মূল বিজ্ঞাপন বা সংযোজনী প্রস্তাবক নথি হিসেবে গণ্য হবে না। প্রস্তাবক আবেদনকারীগণ তাদের উক্ত প্রদত্ত ইমেল আইডিতে সর্বশেষ পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রাখবেন সংশোধনীর ব্যাখ্যা জানতে।

শ্রী রবি বাগড়ি
প্রস্তাবক পেশাদার -**তাঁতিয়া সঞ্জাউলিপার্কিংস প্রাইভেট লিমিটেড**
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০০৭৮৯/২০১৭-১৮/১১৩৪৪
ইমেল : cirp.tantiasanjauliparkings@gmail.com/ravibagri@yahoo.com,
যোগাযোগের ঠিকানা : অক্টাক্রিস্ট কমপ্লেক্স, উইং ই, ফ্ল্যাট নং - ১৪০১, লোখান্ডওয়ালা টাউনশিপ, কান্ডিভালি ইস্ট, মহারাষ্ট্র -৪০০১০১

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

CIN - L65993WB1989PLC047002

রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩৫

ই-মেল: investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২২ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২২ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	-	-	-	-	৩৩,৬০৪.৮২	৩১,৩১৫.১০	১৯,১৯৯.৪৪	১,০৩,৯৮১.৮৪
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পূর্ব	(৩৭.১৩)	১০৫.৬৬	(৪.১৭)	৬৪.৯৮	১,৯০২.৮৩	(৫৫৩.২১)	(১,২৪৮.৮২)	(২,৯৩৮.৮৩)
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৩৭.১৩)	১০৫.৬৬	(৪.১৭)	৬৪.৯৮	১,৯০২.৮৩	(৫৫৯.৬৩)	(১,২৪৮.৮২)	(৩,৭৩৫.২৮)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৩৭.১৩)	১০৫.৬৬	(৪.১৭)	৬৪.৯৮	(২৮.৫৮)	(৪,৮০০.১০)	(২,২২৩.৮৫)	(৯,৯৪৬.৯২)
সময়কালের জন্য কর পূর্ব মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি)	(৩৮.২৪)	১০৩.৭৮	(৫.২২)	৬০.৫৫	(৬৩.৪৯)	(৪,৯৩২.৬৯)	(২,২১৪.২৫)	(১০,০৬৬.৪৫)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	২৪,১৬০.৯১	-	-	-	৭২,১৫৮.৯৯
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.১২)*	০.৩৩*	(০.০১)*	০.২০	০.৪১*	(১০.৭৫)*	(৫.৫৬)*	(২২.৭০)
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.১২)*	০.৩৩*	(০.০১)*	০.২০	০.৪১*	(১০.৭৫)*	(৫.৫৬)*	(২২.৭০)

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য -

১. উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহর) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www. nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- www.sastasundarventures.com এও পাওয়া যাবে।

২. আইএনডিএএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
বানওয়ারি লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00365809

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ অগস্ট, ২০২৩

আজ মরশুমের প্রথম ডার্বি

মোহনবাগান শক্তিশালী তবে হাল ছাড়বে না ইস্টবেঙ্গল, জিততে মরিয়া লাল-হলুদ কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আজ মরশুমের প্রথম ডার্বির স্বাদ পাবে বাংলার ফুটবল প্রেমী মানুষ। এবারে প্রথম মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান শক্তিশালী তবে হাল ছাড়তে নারাজ ইস্টবেঙ্গল কোচ, লাল হলুদের লড়াকু মেজাজ দেখাবেন কুয়াদ্রাত। চলতি মরশুমের শুরুতেই আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল। ধারে-ভারে সবদিকেই এগিয়ে প্রতিপক্ষ দল। অনেকেই মনে করছেন যে এই ডার্বিতে লাল হলুদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। কারণ মোহনবাগান অনেকটাই সেট টিম নিয়ে মাঠে নামবে। এরপরেও দলে রয়েছে তারকা বিদেশি ফুটবলার। সেখানে ইস্টবেঙ্গল দলের অধিকাংশই নতুন মুখ। গতবছরের মাত্র দু'জন রয়েছে এই দলে। নাওরেম মহেশ এবং লালচুংনুঙ্গা।

কিছুদিন আগেই কার্লেস কুয়াদ্রাতের তত্ত্বাবধানে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন শুরু করেছে। স্প্যানিশ কোচের অধীনে মাত্র একটা ম্যাচ খেলেছে ইস্টবেঙ্গল দল। ডুরান্ডে বাংলাদেশ আর্মির বিরুদ্ধে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও ড্র করেছিল তারা। শোনা যাচ্ছে ডার্বিতেও নাকি পুরো দল হাতে পাবেন না ইস্টবেঙ্গল কোচ কুয়াদ্রাত। সেই কারণেই বিশেষজ্ঞরা খাতায় কলমে ফেভারিট হিসাবে মোহনবাগানকেই বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও নিজেদের আন্ডারডগ ভাবছেন না লাল হলুদের নতুন কোচ। প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী মনে করলেও, কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ। ডার্বির আগে কুয়াদ্রাত বলেন, 'ডার্বি অবশ্যই আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি পুরো দল পাব না। দেখতে গেলে এটা আমাদের তৃতীয় প্রাক মরশুম ম্যাচ। গত মরশুমের মাত্র দু'জন প্লেয়ার নাওরেম এবং নুঙ্গা এই দলে আছে। তাই প্রত্যেক ম্যাচই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। তবে আমরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাই। এটা আমাদের ট্যাকটিক্স পরীক্ষা করার মঞ্চ। সব ফুটবলার ৯০ মিনিট খেলার মতো অবস্থায় নেই। তারমধ্যে সেরা এগারোকে নামতে হবে। জানি মোহনবাগান শক্তিশালী দল। ওরা এএফসি কাপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে আমাদের দলেও মন্দারের মতো ফুটবলার রয়েছে।'

শেষ আটটি ডার্বিতে জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে শেষ বড় ম্যাচ জিতেছিল লাল হলুদ ব্রিগেড। তারপর থেকে ডার্বি মানেই হার। কুয়াদ্রাত বলেন, 'ফুটবলে চাপটা থাকবেই। এল ক্লাসিকোতেও আছে। অতীতেও আমি চাপ হ্যান্ডেল করেছি। কলকাতা ডার্বি স্পেশাল ম্যাচ। আমরা নিজেদের আন্ডারডগ বলব না। জানি বিপক্ষ শক্তিশালী। শেষ আটটা ডার্বি জেতায় তাদের মানসিকভাবে ওরা ভালো জায়গায় থাকবে। আমরা প্রস্তুতির যথাযথ সময় পাইনি। দল গড়তে বা প্লেয়ার পেতে আমাদের সময় লেগেছে। এটা আমাদের হাতে ছিল না।'

দলের ফিটনেস নিয়ে চিন্তিত স্প্যানিশ কোচ। ফুটবলারদের ক্লান্তিও টেনশনে রাখছে। জানান, অন্তত ৬জন ফুটবলারকে নব্বই মিনিট মাঠে থাকতে হবে। তবে পাশাপাশি এও জানিয়ে দিলেন, কোনও ভাবেই পয়েন্ট নষ্ট করে মাঠ ছাড়া যাবে না। কুয়াদ্রাত বলেন, 'আমাদের ম্যাচ জিততে হবে। আমরা ২ পয়েন্টও হারাতে পারব না। এটা প্লেয়ারদের বলে দিয়েছি। আমরা সাপোর্টারদের রেজাল্ট দিতে চাই। আমাদের ধারাবাহিক হতে হবে। বেঙ্গালুরুতে আমি যা করেছিলাম। বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা ডুরান্ড কাপ জিততে চাই। মোহনবাগানের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে জেতা আমাদের লক্ষ্য। আমাদের তিন পয়েন্ট চাই।' পিছিয়ে থেকে জয়ের লক্ষ্যে নামলেও ফুটবলারদের ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি করতে চান না ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ। ডার্বিতে কোনও রকম ভুল করতে চান না স্পানিয়ার্ড।

শনি-সন্ধেয় যুবভারতীতে ৯-এ নবগ্রহ চাইছেন ফেরান্দো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ফুটবলের এল ক্লাসিকোখ! নাহ, তার থেকে বেশি আবেগ আসে 'বড় ম্যাচ' বললে। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছেয়ে থাকবে সবুজ-মেরুন এবং লাল-হলুদ জার্সিতে। সমর্থকদের হাতে হাতে থাকবে ময়দানের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর পতাকা। সবুজ-মেরুনের সমর্থকরা ডার্বির আমেজে ইতিমধ্যেই লাল-হলুদের উদ্দেশে বলাবলি করছেন, পালতোলা নৌকার তেজে আবার নিভবে মশালবাহিনী। যতবার ডার্বি, ততবার হারবি স্লোগান তুলেছেন মোহনবাগান সমর্থকরা। কলকাতার অন্যতম প্রধান মোহনবাগানে কোচিং করানো তাঁর কাছে নতুন নয়। কিন্তু 'নতুন' ইস্টবেঙ্গল টিমের বিরুদ্ধে ডার্বিতে নামার আগে সতর্ক মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ হুয়ান ফেরান্দো। শুধু পরিসংখ্যানে নজর দিলে, বড় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের থেকে অনেকটা এগিয়ে মোহনবাগান। এ বারের ডার্বি জিতে নবগ্রহে পৌঁছতে চায় পালতোলা নৌকা। বাগান শিবির যদিও প্রতিপক্ষকে কোনও অংশে খাটো করে দেখছে না।

শুক্র দুপুরে ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত এবং বাগান শিবিরের কোচ প্রেস কনফারেন্স করেছেন। দু'জনকে একফ্রেমে দেখা গিয়েছে সৌহার্দ বিনিময় করতে। এমন 'ফিল গুড' ফ্রেম বড় ম্যাচের আগে দেখা যায়। ম্যাচের পর কী হবে? ডার্বি জয়ের স্বাদ কেমন, ফেরান্দোর অজানা নয়। সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তৈরি ফেরান্দোর ছেলেরা। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যে পাল্টে গিয়েছে, মেনে নিচ্ছেন সবুজ-মেরুন কোচ। তাঁর কথায়, 'গত মরসুমের নিরিখে ইস্টবেঙ্গল টিমটা বদলে গিয়েছে। ওরা ভালো ভালো ফুটবলারদের সই করিয়েছে। দারুণ দারুণ বিদেশি ফুটবলার নিয়েছে। যাদের অনেকেরই আইএসএলে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওই টিমে যে ভারতীয় ফুটবলাররা রয়েছে, তারাও অসাধারণ। সে সব কথা মাথায় রেখেও বলছি, এই ম্যাচে ৩ পয়েন্টই পেতে চাই আমরা। তাই আমাদের রিল্যাক্স করার কোনও জায়গা নেই।'

ডার্বির জন্য প্রথম একাদশ বেছে নেওয়া কঠিন বলে মনে করছেন মোহনবাগানের কোচ হুয়ান ফেরান্দো। তিনি বলেন, 'আমাদের পরিকল্পনা একই থাকবে। তবে প্রথম একাদশ বেছে নেওয়াটা কঠিন হতে চলেছে। একঝাঁক সেরা ফুটবলাররা রয়েছে আমার হাতে। এটা মাথাব্যাথার কথা ঠিকই, তবে যে কোনও কোচই এমন মাথাব্যাথা চায়। টিমের কম-বেশি সকলেই ফিট।'

বড় ম্যাচের পরই মোহনবাগান নামবে এএফসি কাপের প্রাথমিক পর্বে। ডার্বিকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন বাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দো, তেমনই মাথায় রাখতে হচ্ছে এএফসি কাপও। স্প্যানিশ কোচ বলছেন, 'এএফসি কাপের ম্যাচ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ওটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ফুটবলাররা রোজ অনুশীলন করছে। তবে আমাদের আরও উন্নতি করা দরকার।' মোহনবাগান টিমটা বেশ গোছানো। এই দলের একাধিক ফুটবলার ডার্বি জয়ের স্বাদ পেয়েছেন এর আগে। আবারও এক বার বাগান সমর্থকদের মুখে তাই হাসি ফোটাতে তৈরি দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। মরসুমের শুরু থেকেই ছন্দে রয়েছে টিম। তাই '৯-এ নবগ্রহ' স্লোগান তুলে দিচ্ছেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা।

কলকাতা লিগে ইন্ডিয়ান নেভির বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জিতল মহামেডান স্পোর্টিং। ছবি: অদিতি সাহা

৭৫ শতাংশ নম্বর দরকার নেই স্পোর্টস কোটায়, চূড়ান্ত রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: হরিয়ানা ক্রীড়া ক্ষেত্রে একজন সফল ক্রীড়াবিদ হতে গেলে তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় ছোটবেলা থেকে। ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার হয়তো প্রতি গলিতে একজন হলেও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভারতের প্রতিনিধিত্ব কখরা একজন অ্যাথলিট কজন হতে পারে এটা বিরাট প্রশ্ন। তাই খেলোয়াড়দের সম্মান শুধুমাত্র লেখাপড়া দিয়ে বিচার করা যায় না এই ব্যাপারে একমত ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট।

পিইসি ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিতে স্পোর্টস কোটায় ভর্তি হতে চাওয়া এক ছাত্রের কাছে দ্বাদশ শ্রেণিতে ৭৫ শতাংশ নম্বর চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার সেই নম্বর ছিল না। হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সে। সেই ছাত্রের হয়ে আইনজীবী পিএস পাটওয়ালিয়া আদালতে বলেন, এই নম্বর পেয়ে স্পোর্টস কোটায় সুযোগ পেতে হলে খেলোয়াড়েরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

সুপ্রিম কোর্ট মনে করেছে, সাধারণ ছাত্রদেরও যেখানে ভর্তি হতে গেলে ৭৫ শতাংশ নম্বর প্রয়োজন হয়, সেখানে স্পোর্টস কোটায় ভর্তি হতে গেলেও একই নম্বর চাওয়া অনুচিত। ওই ছাত্রকে ভর্তি নিতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রবীন্দ্র ভাট এবং বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে। স্পোর্টস কোটায় পড়ার সুযোগ পেতে হলে দ্বাদশ শ্রেণিতে ৭৫ শতাংশ নম্বর প্রয়োজন; এই নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাই কোর্টে একটি মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু হাই কোর্ট মামলাটি খারিজ করে দেয়।

নেতৃত্ব জট কাটল বাংলাদেশ ক্রিকেটে, এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে ক্যাপ্টেন শাকিব

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দেবেন শাকিব আল হাসান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান একথা জানিয়েছেন।

অধিনায়ক তামিম ইকবাল হঠাৎই ক্রিকেটকে বিদায় জানানোয় প্রতিবেশি দেশের ক্রিকেটে তৈরি হয় অস্থিরতা। তামিমের জায়গায় লিটন দাসকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল। পরে তামিম ইকবাল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলার পরেই সিদ্ধান্ত বদল করেন। শাকিবকে ক্যাপ্টেন করা প্রসঙ্গে শুক্রবার নাজমুল বলেন, এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে শাকিবকে অধিনায়ক করা হয়েছে। বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করা হবে অবশ্য শনিবার। এশিয়া কাপের জন্য ১৭ জনের দল ঘোষণা করবেন নির্বাচকরা।

বাংলাদেশের ক্রিকেটমহলের খবর অনুযায়ী, অধিনায়কত্বের ব্যাপারটি পুরোদস্তুর নির্ভর করছিল শাকিবের উপর। অর্থাৎ নেতা হওয়ার ব্যাপারে শাকিবই এগিয়েছিলেন। শাকিব ছাড়াও ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড়ে ছিলেন লিটন দাস ও মেহেদি হাসান। কিন্তু নাজমুল হাসান শেষপর্যন্ত জানিয়ে দেন শাকিবের হাতেই উঠছে ক্যাপ্টেনের আর্মব্যান্ড।

মেট্রোর মহিলা টেবিল টেনিস দলের ব্রোঞ্জ পদক জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা মেট্রো রেলের মহিলা টেবিল টেনিস দল আবার গর্বিত করল মেট্রো এবং মেট্রোর সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের সকলকেই। ২০২৩-২৪ সালের ৭ অগাস্ট থেকে ১১ অগাস্ট পর্যন্ত গুয়াহাটির মালিগাঁও-তে আয়োজিত হয় ৬৯তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। তাতে দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জয় করল কলকাতা মেট্রো। কলকাতা মেট্রোর এই মহিলা টিমে রয়েছেন শ্রেয়া ঘোষ, অনুশ্রী হাজরা, রূপসা ভট্টাচার্য, মৌমিতা দত্ত এবং পয়মন্তী বৈশ্য। তৃতীয় স্থান দখলের লড়াইয়ে মেট্রো ইভস ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ইভসকে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করে।

মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের সব সদস্যদের অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশ সিরিজে ফেরার তাড়াহুড়ো করতে চান না উইলিয়ামসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ সিরিজে ফেরাটা 'একটু বেশি তাড়াহুড়া' হয়ে যাবে বলে মনে করেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক। বিশ্বকাপে ফেরাটাও এই মুহূর্তে 'কঠিন' তাঁর কাছে, তবে গতবারের টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ভারতের মাটিতে খেলার আশা ছাড়েননি এখনো। সর্বশেষ আইপিএলে এসিএলের (লিগামেন্ট) চোটে ছিটকে যাওয়া উইলিয়ামসন সম্প্রতি নেটে ব্যাটিং করেছেন, বিশ্বকাপে তাঁর খেলা নিয়ে আলোচনাটা ফিরে এসেছে আবার। যদিও নেটে থ্রোডাউন সামলেছেন শুধু, বোলারের মুখোমুখি হননি এখনো। আপাতত ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন করছেন। এ মাসের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে সীমিত ওভারের সিরিজে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি, সেখানে চলবে তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া।

কবে মাঠে ফিরবেন, এ ব্যাপারে এখনো নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি উইলিয়ামসন। কিন্তু অক্টোবরে বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ সফরে ফেরার সম্ভাবনা একরকম নাকচই করে দিয়েছেন। আগামী ৫ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে সেপ্টেম্বরে তিন ম্যাচের একটি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসার কথা আছে নিউজিল্যান্ডের। মাউন্ট মঙ্গানুইতে সাংবাদিকদের উইলিয়ামসন বলেন, 'ব্যাপারটা সোজাসাপটা না। আপনি হয়তো আগেভাগে কোনো লক্ষ্য ঠিক করে নিজেকে বোঝাতে চাইবেন। তবে এটা আসলে সেরে ওঠার অনেক উপকরণের ওপর নির্ভর করছে। স্ট্রেংথ নিয়ে কাজ করতে পারে, মুভমেন্ট নিয়ে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে। তবে সবার আগে সেরে ওঠার ব্যাপারটা হতে হবে। আর তার আগে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সবকিছু বিবেচনায় তাই সিরিজটি (বাংলাদেশের বিপক্ষে) বেশ তাড়াহুড়া হয়ে যায়।' অবশ্য নিজের উন্নতি হচ্ছে, উইলিয়ামসন তাতেই আপাতত খুশি। শিগগির বোলারদের মুখোমুখি হওয়ার আশাও করছেন। যে ব্যাপারগুলো আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হতো;যেমন কিছু মুভমেন্ট;এখন সেগুলো নিয়েও কাজ করতে হচ্ছে তাঁর, 'আপাতত কিছু মুভমেন্ট বাড়ানোর চেষ্টা করছি। সেগুলোর তীব্রতা বাড়িয়ে আরও ভালো করার চেষ্টা করছি। উন্নতি হচ্ছে ভালোভাবেই। আশা করি, খুব বেশি দূরে নয় এসব।' গত মার্চে যখন চোটে পড়েন, তখন থেকেই বিশ্বকাপ খেলা অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছে উইলিয়ামসনের। এসিএল চোট থেকে সেরে উঠতে সাধারণত লম্বা সময়ই লাগে। গতকালই যেমন এ চোটে পড়ে মৌসুম শেষের শঙ্কায় পড়ে গেছেন রিয়াল মাদ্রিদ গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। উইলিয়ামসনও ব্যতিক্রম নন। তবে বিশ্বকাপ সামনে রেখে একটা অনুপ্রেরণাও পাচ্ছেন তিনি, 'অবশ্যই তখন খুবই কম ছিল (বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা), এমন একটা লক্ষ্য বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো কিছু মাথায় থাকলে সেটি আপনাকে উজ্জীবিত করবে, আপনি উন্নতি দেখতে চাইবেন।'

আপাতত ইংল্যান্ডের দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় উইলিয়ামসন। ২৫ ও ২৭ আগস্ট দুটি টি-টোয়েন্টি প্রস্তুতি ম্যাচের পর ৩০ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। ৮-১৫ সেপ্টেম্বর হবে ওয়ানডে সিরিজ। দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এমনিতেও দল একত্রে খুব বেশি সময় কাটায়নি এর মধ্যে। কিন্তু কিছুদিন দলের বাইরে থাকার পর এখানে ব্যাটিং করা, এরপর দলের সঙ্গে যোগ দেওয়াটা দারুণ হবে। বিশ্বকাপের আগে এটি শেষ দিককার সফর, এরপর বাংলাদেশ সফর আছে। দলের সঙ্গে সময় কাটানো, অনুশীলন ও পুনর্বাসন করতে পারলে ভালো লাগবে।'

'যুবির পর চার নম্বরে কেউই নির্ভরতা দিতে পারল না', সমস্যার কথা জানালেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুবরাজ সিং অবসর গ্রহণের পর থেকে চার নম্বর জায়গা নিয়ে সমস্যায় ভারতীয় ক্রিকেট। অনেকে এসেছেন, অনেকে গিয়েছেন। কিন্তু চার নম্বর পজিশন নিয়ে সমস্যার সমাধান সূত্র বেরোয়নি। কোনও ব্যাটসম্যানই চার নম্বর পজিশনে থিতু হতে পারেননি। আর তার ফলে আসন্ন বিশ্বকাপে সেই চার নম্বর পজিশনই ভারতের চিন্তার কারণ হতে চলেছে। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা সেই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন বিশ্বকাপের বল গড়ানোর ঠিক মাস দুয়েক আগে। 'হিটম্যান'-ও যে চিন্তিত, তা প্রকাশ পেল বৃহস্পতিবারের এক সাংবাদিক বৈঠকে। সরাসরি আশঙ্কা প্রকাশ করলেন রোহিত।

চার নম্বর পজিশনের জন্য নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় এখনও পায়নি ভারতীয় দল। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপেও সেই একই সমস্যা ছিল। চার বছরেও সমস্যার সমাধানসূত্র বের হয়নি। রোহিতের বক্তব্য, দচার নম্বর পজিশন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা রয়েছে ভারতীয় দলে। যুবির পরে কেউই সেভাবে আর নিজেদের থিতু করতে পারেনি চার নম্বরে। শ্রেয়স আইয়ার চার নম্বরে ব্যাট করছিল। ভালই করছিল। ওর পরিসংখ্যানও যথেষ্ট ভালই ছিল।দ

উল্লেখ্য, শ্রেয়স আইয়ারকে চার নম্বরে পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছিল টিম ইন্ডিয়া। ২০টি ম্যাচে চার নম্বরে নেমে ৮০৫ রান করেন শ্রেয়স। কিন্তু চোটের জন্য দীর্ঘ সময় দলের বাইরে শ্রেয়স আইয়ার। রোহিত বলছেন, দদুর্ভাগ্যবশত চোটের জন্য সমস্যা বেড়েছে শ্রেয়সের। বেশ কয়েকদিন হল দলের বাইরে শ্রেয়স। গত ৪-৫ বছর ধরে এই এক সমস্যাই ভারতকে ভোগাচ্ছে। অনেকে চোট পেয়েছে। ফলে প্রতিবারই নতুন খেলোয়াড় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে।দ

চার নম্বর পজিশন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা সমানে চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। বিশ্বকাপ এগিয়ে এলেও সেই সমস্যার সমাধান করা যায়নি। রোহিতও চিন্তিত। বিশ্বকাপের মাস দুয়েক আগে সেই আশঙ্কার কথাই প্রকাশ করলেন ভারত অধিনায়ক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**